

দ্বিতীয় অধ্যায়
ধিমাল ভাষার রূপরেখা
ক. ধিমাল ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব
(Phonology of Dhimal Language)

১. বিভাজ্য ধ্বনি (Segmental Sound)

১. স্বরধ্বনি :

১.১. ধিমাল ভাষার স্বরধ্বনির তালিকা :

	সম্মুখ	কেন্দ্রীয়	পশ্চাৎ
উচ্চ/সংবৃত	ই		উ
উচ্চ-মধ্য/অর্ধ-সংবৃত	এ		ও
নিম্ন-মধ্য / অর্ধ-বিবৃত			অ
নিম্ন/ বিবৃত		আ	

১.২. ধিমাল ভাষার স্বরধ্বনির অবস্থান :

স্বরধ্বনি	রূপিমের আদিত্তে	রূপিমের মথ্যে	রূপিমের অন্ত্তে
ই	ইকা (লাল) ইয়োলা (ভাই) ইয়ুমচু (ফোঁড়া) ইম্কা (ফোলা রোগ)	পিয়া (গরু) রিমে (বোন) চি (জল) নারিয়া (হাতি)	নুই (মুখ) খোকই (পা) তালি (চাঁদ) খুই (হাত)
এ	এংঘা (হরিণ) এতার (রবিবার) এলকা (ভালো) এম্পিকা (শরীর ঠেসে দেওয়া)	মেছা (ছাগল) লেডের (লজ্জা) বেজান (যুবতী) বেবাল (নারী)	কে (স্বামী) বে (স্ত্রী) চমফে (ব্যাঙ) দিলভে (ঠোঁট)
আ	আবা (বাবা) আমা (মা) আগুয়া (যাঁড়) আনহাই (স্ত্রীর দিদি)	চান (ছেলে) চামদি (মেয়ে) চাবা (পোশাক) দাকা (কালো)	চাকা (খাওয়া) বেহা (মাংস) খুয়াঁ (বাঘ) পায়া (শুয়োর)

স্বরধ্বনি	রূপিমের আদিত্তে	রূপিমের মধ্বে	রূপিমের অন্তে
অ	অঁয়হা (ঘোড়া) অঁনে (ছোট বোন) অঁলাসি (আগন্তুক)	লঁখন (পুরুষের জামা) লঁখি (শস্য) তঁপ (ধৈয্য) ধঁকর (বিমাতা) চঁমফে (ব্যাঙ)	উঁম (ভাত) নাস (নরক) চুদুর (ছোট শামুক) ভেটল (বাদুর) খারঁ (তীর)
উ	উয়া (ঈগল) উঁম (ভাত) উঁধুর (পাথর) উঁম্ফি (কলা)	খঁয়া (বাঘ) জুয়া (শ্বশুর) পুনহাই (মস্তিষ্ক) ফুংখা (পোড়া)	পুজু (ভাশুর) ফুরু (নক্ষত্র) লুকু (ব্যাঙাচি) মুইশু (লোম) ফিনু (দরজা) নেহঁজিউ (গর্ভবতী)
ও	ওয়াই (বৃষ্টি) ওয়াল (পুরুষ) ওয়ারাং (বৃদ্ধ) ওয়া (সে)	লেওকা (বাছুর) জাওরা (পূর্বপুরুষ) ভনোই (মাটি) খোকোই (পা) খোন্জা (ময়ূর)	ভোতো (খরগোশ) তাও (পুং লিঙ্গ) বামকো (কাটারি) সেজাও (বিছানা)

১.৩. ধিমাল ভাষার স্বরধ্বনি : উচ্চারণ-প্রকৃতি ও পরিবর্তন :

বাংলা ভাষার তুলনায় ধিমাল ভাষার প্রত্যেকটি স্বরধ্বনি সামান্য উচ্চাবস্থানে উচ্চারিত হয়। ধিমাল ভাষার স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণ-প্রকৃতি ও পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি নিম্নে আলোচনা করা হল।

ই : সংবৃত সন্মুখ স্বরধ্বনি 'ই' মৌলিক স্বরধ্বনি 'i' এর উচ্চারণের তুলনায় কিছুটা উচ্চাবস্থানে ও মুখগহ্বরের কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয়ে উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনির নিম্নরূপ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়—

ই > এ — ইস্তং > এস্তং (অনেক)
ইসং > এসং (এই দিকে)
কলসি > কালসে (কলসি)

ইসিকা > এছকা (এদিকে)

বেইসা > বে এসা (ভায়রা ভাই)

ইল্হে > এল্হে (আরোগ্য বিধান)

ই > ও — সিন্দুক > সোন্দুক

ই > উ — লিচু > লুচি

এ : উচ্চ-মধ্য-সম্মুখ ও অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি 'এ' সামান্য 'e' এর মতো করে উচ্চারিত হয়। এই স্বরধ্বনিটি নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্তিত হয়—

এ > ই — এবলাই > ইবলাই (এরা)

এনং > ইনং (এক)

এংখে > ইংখে (আদা)

এতা > ইতা (এখানে)

এলাচ > ইলাচি (এলাচ)

শিকে > শিকিয়া (শিকে)

এ > আ — খেজুর > খাজুর (খেজুর)

এ > ও — রেজাই > রোজাই (লেপ)

আ : নিম্নে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বিবৃত স্বরধ্বনি 'আ' এর উচ্চারণ প্রকৃতি দীর্ঘ এবং মধ্যম হয়। কখনো কখনো সামান্য উর্ধ্ব হ্রস্বস্বরের উচ্চারণও লক্ষ করা যায়। যেমন—

আ > ই — তামতিম > তিমতাম (শতপদী প্রাণী)

থাল্লা > থালি (থাল্লা)

আ > অ — নাহাতি > নহাতি (নাকের পোঁটা)

কোদাল > কোদলা (কোদাল)

আ > এ — ডানা > ডেনডা (ডানা)

অ : নিম্ন-মধ্য-পশ্চাৎ বা অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি 'অ' মৌলিক স্বরধ্বনি '○' ও 'O'-এর মধ্যবর্তী অবস্থানে উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনির রূপান্তর নিম্নলিখিত ভাবে হয়ে থাকে—

অ > আ — অসকোট > আসকোট (পুরুষের পোশাক)

কেক্‌লই > কেক্‌লাই (ডিমের কুসুম)

হাঁস > হাসা

বাজ > বাজা (বাজ)

দয়া > দায়া
 কপাল > কাপাল
 হাড় > হারা (হাড়)
 নাহ্মুই > নাহামুই (পিঁপড়ে)
 খয়ের > খায়রে
 দই > দাহি (দহি)
 অ > ই — মান্দার > মান্দারি (মাদার)
 অ > এ — ধনুক > ধেনুক
 দুধ > দুধে
 হাল > হালে
 অ > ও — শনি > শোনচর
 সজনা > সোজনা

উ : উচ্চ-পশ্চাৎ ও সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ' মৌলিক স্বরধ্বনি 'U' ও 'O'-এর মাঝামাঝি উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনির রূপান্তর নিম্নলিখিতভাবে হয়ে থাকে —

উ > ই — উম্ফি > ইম্ফি (কলা)
 উ > ও — বেহাউ > বেহাও (বিয়ে)
 ফুরু > ফুরো (নক্ষত্র)
 জুতা > জোতা
 গুলি > গোলি
 উ > অ — চালুনি > চালনি
 মুইশু > মইশু (লোম)
 উ > আ — তালু > তালা

ও : উচ্চ-মধ্য-পশ্চাৎ ও অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি 'ও' মৌলিক স্বরধ্বনি 'O' ও 'O'-এর মাঝামাঝি অবস্থানে উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনির রূপান্তর নিম্নলিখিতভাবে হয়ে থাকে—

ও > অ — তোষোলা > তোষ্লা (লেপ)
 মোম > মম

	সোম > সম
ও > আ —	মুলো > মুলাই কোরলা > কারইলা
ও > উ —	তরোয়াল > তেরুয়াল বোয়াল > বুয়ালি
ও > এ —	টোঙা > ঢেঙা (টোঁড়া) সুতো > সুতে

১.৪. দ্বি-স্বরধ্বনি (Diphthongs) :

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সম বা অসম শ্রেণীর স্বরধ্বনি নিশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হয়ে আক্ষরিক ধ্বনি গঠন করলে এবং দ্বিতীয় স্বরধ্বনির চেয়ে প্রথম স্বরধ্বনিটি দীর্ঘ ও স্পষ্ট হলে, এই শ্রেণীর আক্ষরিক স্বরধ্বনিকে দ্বি-স্বরধ্বনি বলা হয়।^১ ধিমাল ভাষাতেও পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সমশ্রেণী বা অসমশ্রেণীর স্বরধ্বনি উচ্চারণে দ্বি-স্বরধ্বনি গঠিত হয়। যেমন—

মূল স্বর ‘ই’ —

ইআ — খিয়া (কুকুর)

ইউ — ঘিউ (ঘি)

ইআ— আলসিয়া (অলস)

ইআ — পিয়া (গরু)

ইউ — নেহ্জিউ (গর্ভবতী)

ইআ — ডিয়া (মোষ)

ইআ — নারিয়া (হাতি)

ইআ — কিয়া (মোরগ)

মূল স্বর ‘এ’ —

এই — এই (হাঁ)

এআ — বেয়াই

এও — লেও (ক্ষার)

মূল স্বর ‘আ’ —

আই — বিলাইতি (আলু)
আই — যুংগাই (হলুদ)
আই — কালাই (ডাল)
আই — শিয়াই (কালি)
আই — রেজাই (লেপ)
আই — জামবাই (চোয়াল)
আই — পুনহাই (মস্তিষ্ক)
আই — আইকা (ঋতুমতী)
আই — গুয়াই (সুপারি)
আই — মাইবুং (ফণিমনসা)
আও — জাওরা (পূর্বপুরুষ)
আআ — লায় (গণ্ডার)
আও — তাও (পুং লিঙ্গ)
আই — বাই (দিদিমা)

মূল স্বর 'অ' —

অই — কেক্‌লই (ডিমের কুসুম)
অউ — অউ (কাউকে ডাকা)
অই — ববই (জেঠা/জেঠি)
অই — অই (স্বামীকে সম্বোধন)

মূল স্বর 'ও' —

ওআ — ওয়ারাং (বৃদ্ধ)
ওই — ভোনোই (মাটি)
ওই — খোকোই (পা)
ওআ — ওয়া (সে)
ওএ — ওয়েং (তার)
ওআ — ওয়াবাল (যুবক)
ওআ — ওয়াজান (যুবতী)

মূল স্বর 'উ' —

উই — তুই (ডিম)
উই — খুই (হাত)
উই — মিমুই (চোখের পাতার লোম)
উই — নাহুমুই (পিঁপড়ে)
উই — মুইশু (লোম)
উআ — খুঁয়া (বাঘ)

১.৫. ত্রি-স্বরধ্বনি (Triaphthongs) :

ওআই — ওয়াই (বৃষ্টি)
উআই — গুয়াই (সুপারি)
আইআ — আইয়া (ব্যথা সূচক অনুভূতির প্রকাশ)

১.৬. চতুঃস্বরধ্বনি (Tetraphthongs) :

আউআউ — (হতভঙ্গ)
আই আই — (আপ্যায়ন করে ডাকা)

২. ব্যঞ্জনধ্বনি : ধিমাল ভাষায় সর্বমোট ২৬ টি ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

প্ (p) ত্ (t) ট্ (t) চ্ (ts) ক্ (k)
ফ্ (ph) থ্ (th) ছ্ (tsh) খ্ (kh)
ব্ (b) দ্ (d) ড্ (d) গ্ (g)
ভ্ (bh) ধ্ (dh) ঘ্ (gh)
ম্ (m) ন্ (n) ঙ্ (ŋ)
স্ (s) জ্ (dz) হ্ (h)
র্ (r) ল্ (l)
ব্ (v/w) য্ (y)

২.১. খিমাল ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির বর্গীকরণ

উচ্চারণের রীতি	দ্বি-ওষ্ঠ্য বা বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ধ্বনি (Bilabial)		দন্ত/দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি (Alveolar sound)		দন্তমূলতালব্য/ জিহ্বামূলীয় ধ্বনি (Alveolar Palatal)		প্রশস্ত দন্তমূলীয় /তালব্য ধ্বনি (Palatal)	উর্ধ্বকণ্ঠ্যধ্বনি (Pharyngeal)
	অঘোষ	সঘোষ	অঘোষ	সঘোষ	অঘোষ	সঘোষ	অঘোষ	সঘোষ
স্পর্শ ধ্বনি (Stop)	প্ ফ্	ব্ ভ্	ত্ থ্ ট্	দ্ ধ্ ড্	ক্ খ্	গ্ ঘ্	চ্ ছ্	
আনুনাসিক (Nasal)		ম্		ন্		ঙ্		
উষ্ম (Fricative)			স্				জ্ (dz)	হ্
কম্পিত (Rolled)				র্				
পার্শ্বিক (Lateral)				ল্				
উষ্মতাহীন প্রবাহী ধ্বনি (Frictionless Continuant) বা অর্ধস্বর (S e m i - Vowel)		ব (v/w)					য় (y)	

২.২ খিমাল ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান :

ব্যঞ্জনধ্বনি	রূপিমের আদিতে	রূপিমের মধ্যে	রূপিমের অন্তে
প্	পুসুন (চুল) পুইহাঁ (সাপ) পুড়িং (মাথা) পিয়া (গরু)	ফেপসা (ফুসফুস) গুয়াইপিকা (আমন্ত্রণ) নাহ্পু (নাক)	বিথপ্ (গুটিপোকা)
ত্	তালি (চাঁদ) তুই (ডিম)	মেতং (লেজ) চুইতি (তেল)	X

ব্যঞ্জনধ্বনি	রূপিমের আদিত্তে	রূপিমের মধ্বে	রূপিমের অন্তে
ত্	তোরষে (আম) তুমসিং (যকৃত)	আতে (কাকিমা) বীতি (পুঁজ) দেতং (জিহ্বা)	X
ট্	টেলঙ্ (দশ) টুমধা (বক্ষ/স্তন) টুলঙ্ (ছয়) টাম্ (পেয়ারা)	শিটং (দাঁত) পাটাম (পাকস্থলী) বোটলোই (হাঁড়ি) ছিটকন (খঞ্জনা পাখি) খুটাং (কাঠ)	X
চ্	চম্ফে (ব্যাঙ) চান (ছেলে) চামদি (মেয়ে) চামধা (জোঁক)	ভুচুং (উনান) কুচিয়া (কুচিয়া মাছ)	X
ক্	কে (স্বামী) কিহাঁ (কাঁকড়া) কারত্থয়া (ঘটক)	খোকই (পা) কেকলই (ডিমের কুসুম) টাক্হিম (পিঁড়ি) ধকর (বিমাতা)	X
ফ্	ফুর্ফ (নক্ষত্র) ফিনু (দরজা) ফুংকা (পোড়া) ফেসার (ঝাটা) ফোংগা (নাসারন্ধ)	চম্ফে (ব্যাঙ) উম্ফি (কলা)	X
থ্	থের্কা (ঝাল) থথ্মা (মুখবন্ধনী) থোচি (থু-থু) থুক্রা (আস্তাকুঁড়)	উস্থুর (পাথর) বিথপ (গুটিপোকা) হেথেসা (পরিমাণ) মেঙ্থাং (বুড়ো আঙুল)	X
ছ্	ছান (গোবর) ছেমা (ভালোবাসা)	মেছা (ছাগল) লাহ্ছি (ভয়)	X

ব্যঞ্জনধ্বনি	রূপিমের আদিত্তে	রূপিমের মধ্বে	রূপিমের অন্তে
ছ্		ছোনছা (খোসা) গেছা (প্রদীপ)	X
খ্	খুঁয়া (বাঘ) খুই (হাত) খিয়া (কুকুর) খাংনি (সাক্ষাত) খুটাং (কাঠ)	সেঙ্খোই (সেতু) লখন (পুরুষের জামা) লোখলিয়া (রাখাল) দৈখোর (কুয়ো)	X
ব্	ববই (জেঠা/জেঠি) বেজান (যুবতী) বেহা (মাংস) বোকনাইতি (কন্যাযাত্রী)	বেবাল (নারী) ববই (জেঠা/জেঠি) ওয়াবাল (পুরুষ) চাবা (কোপড়)	X
দ্	দেশে (লবন) দাকা (কালো) দেতং (জিহ্বা) দিল্ভে (ঠোঁট)	লেদের (লজ্জা) চুদুর (ছোট শামুক) ধাদনি (পাহাড়/ পর্বতের পার্শ্বস্থান)	X
ড্	ডিয়াং (মানুষ) ডাপকা (ছায়া) ডাংখা (পুরুষ-পশুদের ক্ষেত্রে) ডিয়ালং (চতুষ্পদ)	বুডং (অলস) মুণ্ডি (মুড়ি) মেণ্ডা (ভেড়া)	X
গ্	গাণ্ডি (পিঠ) গাইরি (বালিহাঁস) গালবুং (গাল) গুয়াই (সুপারি)	য়ুংগাই (হলুদ) হলুংগা (দেওর) ডিগি (পুকুর)	X
ভ্	ভোনোই (মাটি) ভেরমা (বাতাস)	ডুভার (কচু) চিভুং (মূত্রাশয়)	X

ব্যঞ্জনধ্বনি	রূপিমের আদিত্তে	রূপিমের মধ্বে	রূপিমের অন্তে
ভ্	ভেম্কা (ঘেমে যাওয়া) ভেটলা (বাদুর) ভোতো (খরগোশ)		X
ধ্	ধকর (বিমাতা) ধাস্না (তোষক)	টুমধা (বক্ষ/স্তন) চামধা (জোঁক) ধামী (পুরোহিত)	X
ঘ্	ঘুকুট (কচ্ছপ) ঘাকা (খেলোয়ার) ঘালি (খেলব)	এংঘা (হরিণ) ডুংঘা (ধোঁয়া) ঘোংঘোই (দা)	X
ম্	মি (চোখ) মেতং (লেজ)	চম্ফে (ব্যাঙ) উম্ফি (কলা) আমকা (পানীয়) জিলমাহ্ (সতীন) হেমেং (পেট)	পাটাম্ (পাকস্থলী) উম্ (ভাত) দুম্ (মজ্জা) টাম্ (পেয়ারা)
ন্	নুয়া (জামাইকে বাবুকে সন্মোধন) নুহে (পূর্ব দিক) নোসি (স্তনের বোটা)	ভোনোই (মাটি) চামটেরেঙ্ (জরায়ু) পুনহাই (মস্তিষ্ক) খাংনি (সাক্ষাত)	ওয়াজান্ (যুবক) বেজান (যুবতী) লখন্ (পুরুষের পোশাক) পুসুন্ (চুল)
ঙ্	X	সেঙ্খোই (সেতু) যুঙ্গাই (হলুদ) ফুঙ্কা (পোড়া)	মেতঙ্ (লেজ) চিভুঙ্ (মুদ্রাশয়) টেলঙ্ (দশ)
স্	সা (বাড়ি) সিটং (দাঁত) সিকা (মৃত্যু) সালেং (উঠান)	খুরসিং (নখ) পুসুন (চুল) মেসে (তিল) লিসি (মল)	X

ব্যঞ্জনধ্বনি	রূপিমের আদিত্তে	রূপিমের মধ্বে	রূপিমের অন্তে
জ্	জিং (বাঁধা) জেকা (সাদা) জাঁহা (মশা) জামবাই (চোয়াল)	পুজু (ভাশুর) নাজু (বড় ননদ) ওয়াজান (যুবক) বেজান (যুবতী)	X
হ্	হলমে (ছোট ননদ) হলুংগা (দেওর) হায়া (মাছ) হেমেং (পেট)	নয়হাঁ (বানর) জিহা (পাখি) বেহা (মাংস) জাহাঁ (মশা)	জিলমাহ্ (সতীন)
র্	রা (পর্বত/কুলো) রিমে (বোন) রুহতা (উপরে)	ভেরমা (বাতাস) তিরকা (ঠাণ্ডা) হারা (বংশধর) জাওরা (পূর্বপুরুষ)	খার (তীর) ডুভার (কচু) ফেসার (বাটা) ধকর (বিমাতা)
ল্	লেওকা (বাছুর) লখন (পুরুষের পোশাক) লখি (শস্য) লাঠখোর (সিঁড়ি)	তালি (চাঁদ) সালেং (উঠোন) হলুংগা (দেওর) হলমে (ছোট ননদ)	ওয়াবাল্ (পুরুষ) বেবাল (নারী) কমাল (রাজবংশী)
ৱ (v/w)		ওয়াবাল (পুরুষ) ওয়াজান (যুবক) ওয়ারাং (বৃদ্ধ)	
য়	য়ু (মদ)	নয়হাঁ (বানর) অয়ঁহা (ঘোড়া) বায়হাঁ (মৌমাছি)	X

২.৩. ধিমাল ভাষায় সমস্থানজাত (homorganic) নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনি :

বাংলা ভাষায় কৃতখন শব্দছাড়া শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান নেই। আবার দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের আদিত্তে বা অন্তে ব্যবহৃত হয় না, শুধুমাত্র শব্দের মধ্বেই ব্যবহার হয়। এগুলোকেই homorganic বা সমস্থানজাত বলা হয়। চলিত বাংলার মত ধিমাল ভাষাতেও

শব্দের মধ্যবর্তী প্রত্যেক বর্গের স্পৃষ্টধ্বনি আগেকার নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ শব্দের শেষে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির মত হ্রস্ব হলেও তার থেকে সামান্য দীর্ঘায়িত ও গম্ভীর ব্যঞ্জনাময় হয়ে থাকে। যেমন—

ধ্বনি	শব্দের আদিতে	শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্তে
ঙ	X	ডাঙি (মেরুদণ্ড)	X
ঙ	X	মাঙি (ভাতের ফ্যান)	X
ঙ	X	ইঙি (রেশম)	X
ঙ	X	গালাঙি (গলগন্ড)	X
ঙ	X	ভাঙিকা (ছল)	X
ঙ	X	হাঙিয়া (বড় নদী)	X
ঙ	X	খুঙি (গাইন)	X
ঙ	X	আকাঙি (তুষ)	X
ঙ	X	ডেঙা (পাখনা)	X
ঠ	X	গাঠি (গাঁট)	X
ঙ	X	গুঙা (ছাতু)	X
ন্ট	X	ওন্টি (সোনা)	X
ঙ	X	মেঙা (ভেড়া)	X
ন্ট	X	সিন্টা (পাটকাঠি)	X
ঙ্গ	X	ফোঙ্গা (নাসারন্ধ)	X
ঙ্গ	X	ঘেঙ্গর (শ্লেথ্মা)	X
ঙ্গ	X	টাঙ্গো (পিঁয়াজ)	X
ঞ্জ	X	পাঞ্জার (পাঁজর)	X
ঞ্জ	X	হোকামাঞ্জু (নারিকেল)	X
ঞ্জ	X	হাঞ্জা (দল)	X
স্ত	X	বিস্তিবার (বৃহস্পতিবার)	X
স্ত	X	সস্তলা (কমলা লেবু)	X
স্ত	X	চেস্তাকো (প্রতিবেশী)	X
ণ্ড	X	বেণ্ডা (অশৌচ)	X

ম্প	X	সাইসাম্পা (সৈনিক)	X
ম্ফ	X	চম্ফ (ব্যাঙ)	X
ম্ছ	X	উম্ছুর (পাথর)	X
ম্ধ	X	মুধিঃ (ভাঙা চাল)	X

২. ৪. খিমাল ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ ও পরিবর্তন :

খিমাল ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির উচ্চারণ ও অবস্থান অনেকটা চলিত বাংলার মত।

যেমন—

প্ : খিমাল ভাষায় ‘প্’ বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য অঘোষ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। এখানে প্ > ফ্ অন্তঃশ্বাসমূলক মহাপ্রাণতা অল্পপ্রাণ ‘প্’ -কে মহাপ্রাণ ‘ফ্’ তে রূপান্তরিত করে। যেমন—

প্ > ফ্ — পিসাই > ফিসাই (পিসি)
 ফেপসা > ফেফসা (ফুসফুস)
 পুসুন > ফুসুন (চুল)
 পুইহাঁ > ফুইহাঁ (সাপ)

ত্ : খিমাল ভাষায় ‘ত্’ দন্তমূলীয় অঘোষ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনির উচ্চারণ নিম্নরূপ—

ত্ > থ্ — তরমুজ > খরমুজ
 ত্ > ট্ — দেতং > দেটং (জিহ্বা)
 ত্ > থ্ — বীতি > বীথি (পুঁজ)
 তুমসিং > থুমসিং (যকৃত)

ট্ : খিমাল ভাষা এই ধ্বনিটিও দন্তমূলীয় অঘোষ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনির উচ্চারণ পরিবর্তন নিম্নরূপ—

ট্ > ত্ — পাটাম > পাতাম (পাকস্থলী)
 ভেটলা > ভেতলা (বাদুর)
 সিটং > সিতং (দাঁত)
 টুমধা > তুমধা (বক্ষ/স্তন)

চ্ : খিমাল ভাষায় প্রশস্ত দন্তমূলীয় বা তালব্য অঘোষ অল্পপ্রাণ ‘চ্’ ধ্বনি মহাপ্রাণ ‘ছ্’ তে পরিণত হয়। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরাজি ‘ts’ এর মতো হয়। যেমন—

চ্ > ছ্ — কুচিয়া > কুছিয়া (কুচিয়া মাছ)
 ভুচুং > ভুছুং (উনান)

ক্ : ধিমাল ভাষায় 'ক্' জিহ্বামূলীয় বা দন্তমূলতালব্য অঘোষ ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনির পরিবর্তন নিম্নরূপ—

ক্ > খ্ — কাগজ > খাগজ (বই)
খোকই > খোখই (পা)
ঘুটক > ঘুটখ (কচ্ছপ)
টাটক > টাটখ (জাদুকর)

ফ্ : ধিমাল ভাষায় 'ফ্' বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়ে অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন—

ফ্ > প্ — ফুচ্কা > পুচ্কা
উম্ফি > উম্পি (কলা)
চমফে > চম্পে (ব্যাঙ)
নাহ্ফু > নাহ্পু (নাক)

থ্ : ধিমাল ভাষায় 'থ্' দন্তমূলীয় অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। অনেক সময় এটি অল্পপ্রাণ 'ত্' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন—

থ্ > ত্ — সিন্থা > সিন্তা (সিঁথি)
থথ্মা > থত্মা (মুখবন্ধনী)
হেথেসা > হেতেসা (পরিমাণ)
বিথপ > বিতপ (গুটিপোকা)

ছ্ : ধিমাল ভাষায় 'ছ্' প্রশস্ত দন্তমূলীয় বা তালব্য অঘোষ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি 'tsh'এর মতো হয়। এখানে 'চ্' ও 'ছ্' প্রায় সমভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন—

ছ্ > চ্ — ছোন্ছা > ছোন্চা (খোসা)
লাহ্ছি > লাহ্চি (ভয়)
মেছা > মেচা (ছাগল)

খ্ : ধিমাল ভাষায় 'খ্' জিহ্বামূলীয় বা দন্তমূলতালব্য অঘোষ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনির পরিবর্তন নিম্নলিখিত ভাবে হয়ে থাকে—

খ্ > ক্ — শঙ্খা > শংক
সেঙ্খোই > সেঙ্কোই (সেতু)
আখে > আকে (ঘণা)

খ্ > থ্ — খেসেরা > থেসেরা (হাম)

ব্ : ধিমাল ভাষায় 'ব্' বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য সঘোষ ধ্বনিক্রমে উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনির পরিবর্তন নিম্নরূপ—

ব্ > ভ্ — বেবাল > বেভাল (নারী)

ওয়াবাল > ওয়াভাল (পুরুষ)

সাবান > ছাভন (সাবান)

দ্ : ধিমাল ভাষায় দন্ত বা দন্তমূলীয় সঘোষ ধ্বনি হিসেবে 'দ্' ধ্বনিটি উচ্চারিত। নিম্নলিখিত ভাবে এই ধ্বনির পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন —

দ্ > জ্ — দস্তা > জস্তা (অ্যালুমিনিয়াম)

বারুদ > বারুজ (বারুদ)

দ্ > জ্ — দিকা > ডিকা (মিষ্টি)

দাকা > ডাকা (কালো)

দাকা > ডাকা (ছায়া)

দ্ > ধ্ — ধাদনি > ধাধনি (পাহাড় বা পর্বতের পার্শ্বস্থান)

ড্ : ধিমাল ভাষায় 'ড্' দন্ত বা দন্তমূলীয় সঘোষ ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনির পরিবর্তন বৈচিত্র্য নিম্নরূপ—

ড্ > ঢ্ — ডেমাডোলকা > ডেমাঢোলকা (উত্তাপহীন রৌদ্র)

ডেনডা > ডেনঢা (ডানা)

ড্ > ট্ — সুংডাং > সুংটাং (হাতির শৃঁড়)

ড্ > ড্ — মুডুয়া > মুডুয়া (বন্যপশুর আবাস)

গ্ : ধিমাল ভাষায় 'গ্' জিহ্বামূলীয় বা দন্তমূলতালব্য সঘোষ ধ্বনিক্রমে উচ্চারিত হয়। এখানে গ্ > ঘ্ অন্তঃস্বাসমূলক মহাপ্রাণতা অল্পপ্রাণ 'গ্'-কে মহাপ্রাণ 'ঘ্'-তে রূপান্তরিত করে। যেমন—

গ্ > ঘ্ — সোয়াগা > সোয়াঘা

বাগ্‌ডুমকা > বাঘ্‌ডুমকা (রামধনু)

অগ্রহায়ণ > অঘন

ভোগ্‌পিকা > ভোঘ্‌পিকা (বলি দেওয়া)

ভ্ : ধিমাল ভাষায় বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য সঘোষ ধ্বনি 'ভ্' উষ্মধ্বনি 'হ্' তে পরিণত হয় এবং এর উচ্চারণ কিছুটা দীর্ঘ হয়। যেমন—

ভ > হ — বেভার > বেহার (মিষ্টাচার)

ডুভার > ডুহার (কচু)

ভ > ব্ — কুসুভি কুসুবি (বেশ্যা)

ধ্ : খিমাল ভাষায় দন্ত বা দন্তমূলীয় সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি হিসেবে ‘ধ্’ উচ্চারিত হয়। বিভিন্ন ভাবে এই ধ্বনির পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন —

ধ্ > দ্ — গাধনা > গাদনা (কাঁধ)

— চাম্ধা > চামদা (জোঁক)

ধ্ > ট্ — টুমধা > টুমটা (বক্ষ/স্তন)

ধ্ > ঠ্ — ধাস্না > ঠাস্না (তোষোক)

ঘ্ : খিমাল ভাষায় ‘ঘ্’ জিহ্বামূলীয় বা দন্ততালব্য সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়। এখানে ‘গ্’ ও ‘ঘ্’ প্রায় সমভাবে উচ্চারিত হয়। উচ্চারণে খুব বেশি তারতম্য দেখা যায় না। যেমন—

ঘ্ > গ্ — দুংঘা > দুংগা (ধোঁয়া)

ঘোংঘোই > ঘোংগোই (দা)

ঘেউটিয়া > গেউটিয়া (এক ধরনের ছোট সাপ)

তাঘা > তাগা (কুলঙ্গী)

ম্ : খিমাল ভাষায় বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ও সঘোষ আনুনাসিক ধ্বনি হিসেবে ‘ম্’ উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনির রূপান্তর নিম্নরূপ—

ম্ > ক্ — ফিরমে > ফিরকা (কম্পন)

ভেরমা > ভেরকা (বাতাস)

এছাড়াও খিমাল ভাষায় নঞর্থক শব্দার্থের ক্ষেত্রে ‘ম্’ ধ্বনির বিশেষ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

মা এলকা (ভালো নয়)

মা রেমকা (সুন্দর নয়)

মা হানাংগা (যাব না)

মা লো (আসবে না)

মা চা (খেয়ো না)

মা পা (করবে না)

ন্ : ধিমাল ভাষায় দন্ত বা দন্তমূলীয় সঘোষ আনুনাসিক ধ্বনিরূপে ‘ন্’ ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনির পরিবর্তন নিম্নরূপ—

ন্ > ণ্ ভোনোই > ভণই (মাটি)
ডেভা > ডেণা (ডানা)
ডাভি > ডাণ্ডি (মেরুদণ্ড)
পুনহাই > পুণ্‌হাই (মস্তিষ্ক)

ঙ : ধিমাল ভাষায় জিহ্বামূলীয় বা দন্তমূলতালব্য এবং সঘোষ আনুনাসিক ধ্বনিরূপে ‘ঙ’ উচ্চারিত হয়। যেখানে আনুনাসিক ধ্বনি খুবই স্পষ্ট সেখানে ‘ং’ এবং যেখানে আনুনাসিক ধ্বনি খুব বেশি স্পষ্ট নয়, সেখানে ‘ঙ’ ধ্বনিটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

ং — বেরাং (বৃদ্ধ)
ওয়ারাং (বৃদ্ধা)
পুড়িং (মাথা)
জিং (বাঁধা)
ঙ — সেঙ্‌খোই (সেতু)
চিভাঙ্‌ (মূত্রাশয়)
মেঙ্‌থাং (বুড়ো আঙ্গুল)
মেতঙ্‌ (লেজ)

স্ : ধিমাল ভাষায় দন্ত বা দন্তমূলীয় উষ্ম অঘোষ ধ্বনিরূপে ‘স্’ (s) ধ্বনি উচ্চারিত হয়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন ভাষা থেকে আগন্তুক শব্দ (Loan word) ব্যবহারে ‘শ্’, ‘ষ্’-এর স্বতন্ত্র ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও পূর্বে ধিমাল ভাষায় ‘স্’, ‘শ্’ ও ‘ষ্’ -এর স্বতন্ত্র ব্যবহার ছিল না বলেই মনে হয়। তবে প্রাণীবাচক বা প্রাণী সম্পর্কিত শব্দের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ে ‘শ্’-এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

আঁশ > আইশা > আইসা
শিরি > সিরি (ছোট উকুন)
তোরষে > তোরসে (আম)
শিটং > সিটং (দাঁত)
তোষি > তোসি (চিরুনি)
সা > শা (ঘর)

সালেং > শালেং (উঠোন)

মুইশু > মুইসু (পশুর লোম)

শিয়াইলে > সিয়াইলে (শেয়াল)

ঘষি > ঘসি (ঘুটে)

খারসাং > খারযাং > খারশাং (তামাক)

আবার অনেক সময় 'স্' ধ্বনিটি 'ছ্' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেমন—

স্ > ছ্ — সাবান > ছাবান

লিসি > লিছি (মল)

খুরসিং > খুরছিং (নখ)

জ্ : খিমাল ভাষায় 'জ্' দন্ত বা দন্তমূলীয় সঘোষ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি 'dz'এর মতো হয়। যেমন—

ঝ্ > জ্— ঝাড়ঝাড়ি > জারঝাড়ি (বন)

জ্ > ঝ্— ভাউজি > ভাউঝি (বৌদি)

ভাতিজি > ভাতিঝি (ভাইজি)

আজাই > আঝাই (ঠাকুমা)

হ্ : খিমাল ভাষায় 'হ্' উর্ধ্বকণ্ঠ্য (pharyngeal) সঘোষ উষ্ম ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়, কখনো কখনো এই 'হ্' ধ্বনিটি অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ দুই ভাবেই ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো নাসিক্য ধ্বনি 'এণ্' তে পরিণত হয়, কখনো 'হ্' লুপ্ত হয়ে যায় কখনো 'হ্' উহ্য থাকে। এই ধ্বনি পরিবর্তনের নিম্নরূপ—

ঝাড়ঝাড়ি > জাহারঝাড়ি (বন)

নেহেজিউ > নেহ্জিউ > নেজিউ (গর্ভবতী)

জিলমাহ্ > জিলমা (সতীন)

মিহিকা > মিহ্কা > মিকা (ছোট)

নেহ্নঙ > নেহেনঙ > নেনঙ (দুই)

গাহিনা > গয়না (অলংকার)

পুনহাই > পুনাই (মস্তিষ্ক)

কুহাঁ > কুএগ (কুয়াশা)

কাওহাঁ > কাওএগ (কাক)

তুইহাঁ > তুইএগ (মাছি)

পুইহাঁ > পুইএগ (সাপ)

জাহাঁ > জাএগ (মশা)

বায়হাঁ > বায়এগ (মৌমাছি)

র্ : ধিমাল ভাষায় দন্ত বা দন্তমূলীয় সঘোষ কম্পিত (Rolled) ধ্বনি হিসেবে ‘র্’ ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়। এর ধ্বনিগত পরিবর্তন নিম্নরূপ—

ড়, ঢ় > র্ — নকশালবাড়ি > নকশালবারি

ঝাড়বাড়ি > ঝারবাড়ি (বন)

ঝোড়া > ঝোরা (ছোট নদী)

কুড়িয়া > কুরিয়া (কুষ্ঠ)

পুড়িং > পুরিং (মাথা)

নাড়া > নারা (খড়)

ছোড়ানি > ছোরানি (চাবি)

আষাঢ় > আষার

র্ > ন্ — ট্যাংরা > ট্যাংনা (ট্যাংরা মাছ)

ল্ : ধিমাল ভাষায় ‘ল্’ দন্ত বা দন্তমূলীয় সঘোষ পার্শ্বিক ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। কখনো কখনো নিকটবর্তী অন্যান্য ভাষার প্রভাবে ‘ল্’, ‘ন্’-তে পরিণত (লাঙল > নাঙল) হলেও এই ধ্বনির খুব বেশি পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। অনেক সময় এই ধ্বনির উচ্চারণে অন্তঃশ্বাসমূলক মহাপ্রাণতার লক্ষণ দেখা যায়।

র্ : ধিমাল ভাষায় ‘র্’ ধ্বনি বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য সঘোষ এবং উষ্মতাহীন প্রবাহি ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়। অনেকটা ইংরেজি ‘v’ বা ‘w’ ধ্বনির মত উচ্চারণ লক্ষণীয়। যেমন—

ওয়াল (পুরুষ)

ওয়াজান (যুবক)

ওয়ারাং (বৃদ্ধ)

য় : ধিমাল ভাষায় ‘য়’ প্রশস্ত দন্তমূলীয় বা তালব্য উষ্মতাহীন প্রবাহী ধ্বনি এবং অর্ধস্বর (Semi vowel) রূপে উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনির উচ্চারণ ইংরেজি ‘y’-এর মতো। চলিত বাংলার ন্যায় ধিমাল ভাষাতেও ‘য়’ ধ্বনি অর্ধস্বর (Semi vowel) হিসেবে উচ্চারিত হয়। যেমন—

নয়হাঁ (বানর)

অয়হাঁ (ঘোড়া)

বায়হাঁ (মৌমাছি)

আবার স্বরান্ত পরবর্তী 'য়'-কার লুপ্ত হতে পারে। যেমন—

অগ্রহায়ণ > অঘন

৩. ধিমাল ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা :

চলিত বাংলা ভাষার ন্যায় ধিমাল ভাষাতেও ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন সূত্র পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

৩.১. স্বরধ্বনির আগম : অর্থ অপরিবর্তিত রেখে উচ্চারণের সুবিধার জন্য অনেকক্ষেত্রে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে স্বরাগম হয়। এই ধরনের উচ্চারণ রীতিকে ধ্বন্যাগম ও বলা হয়। চলিত বাংলার মতই ধিমাল ভাষাতে তিন রকম স্বরাগম পরিলক্ষিত হয়। যেমন—
ক. আদিস্বরাগম খ. মধ্যস্বরাগম বা স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ গ. অন্ত্যস্বরাগম।

৩.১.১. আদি স্বরাগম : পদের বা শব্দের আদিতে যুক্ত বা একক ব্যঞ্জন থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য সেই পদের আগে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে আদিস্বরাগম হয়। যেমন—

স্কুল > ইশ্কুল

স্টেশন > ইশ্টিশন

স্প্রে > এশপেরে

৩.১.২. মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি : উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে ভেঙে তার মধ্যে স্বরধ্বনি আনয়নের রীতিকে মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বলে। যেমন—

ভাদ্র > ভাদর, প্রধান > পরধান

শুক্রে > শুকুর, প্রমাণ > পরমান

হায়া > হাইয়া, গ্লাস > গিল্যাশ

গাহিনা > গইনা, থ্রি > থিরি

৩.১.৩. অন্ত্যস্বরাগম : পদের অন্তে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে অন্ত্যস্বরাগম হয়। যেমন—

চ্যাঙ > চ্যাঙঠি, শালিক > সাঁড়ো

আঙ্গুল > আঙ্গুলি, কাক > কাওহা

৩.২. ব্যঞ্জনাগম : চলিত বাংলার মত ধিমাল ভাষায় ব্যঞ্জনাগমও তিন প্রকার। যেমন—

ক) আদিব্যঞ্জনাগম, খ) মধ্যব্যঞ্জনাগম, গ) অন্ত্যব্যঞ্জনাগম।

৩.২.১. আদিব্যঞ্জনগম :

ইলিস > হিলসা
কাগজ > খাগজ
চাবি > ছোড়ানি
তরমুজ > খরমুজ
সাবান > ছাবান
দস্তা > জস্তা

৩.২.২. মধ্যস্বরগম :

ব্যাবসা > বেপার
ভেটলা > ভেতলা (বাদুর)
শনি > সোনচর

৩.২.৩. অন্ত্যব্যঞ্জনগম :

হাতা > হাতনা
ডানা > ডেনডা
বারুদ > বারুজ্
বুলবুল > বুলুট্
চামধা > চামদা

৩.৩. ধ্বনির লোপ : শব্দস্থিত কোন বিশেষ স্বরধ্বনির উপর শ্বাসাঘাত জনিত কারণে অপর কোনো স্বরধ্বনি দুর্বল হয়ে লোপ পেলে তাকে ধ্বনিলোপ বা স্বরলোপ বলে। ধিমাল ভাষায় স্বরধ্বনি লোপ খুব বেশি দেখা না গেলেও ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ ঘটতে দেখা যায়। যেমন—

৩.৩.১. স্বরলোপ : আদি স্বরলোপ ধিমাল ভাষায় দেখা যায় না। তবে মধ্য ও অন্ত্যস্বরলোপ দু-একটি জায়গায় দেখা যায়। যেমন—

মোম > মম
বেইসা > বেসা (ভায়রা ভাই)
নাহামুই > নাহুমুই (পিঁপড়ে)
কোদাল > কোদলা
থাল্লা > থালি
ফুরু > ফুরো

দুধ > দুধে

দ্বিমাত্রিকতা বা দ্ব্যক্ষরতা :

ধিমাল ভাষায় কখনো কখনো আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে মধ্যবর্তী স্বর লোপ পায় এবং একটি অন্ত স্বর যোগ হয়ে শব্দটি দ্বিমাত্রিক হয়ে পড়ে। যেমন—

হাতা > হাতনা (হাতা)

সিঁথি > সিন্থা (সিঁথি)

বটি > বটকি (বটি)

ডানা > ডেন্ডা (ডানা)

৩.৩.২. ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ : ধিমাল ভাষায় তিন রকমের ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ দেখা যায়। যেমন—

ক) আদিব্যঞ্জন লোপ, খ) মধ্যব্যঞ্জন লোপ ও গ) অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ।

৩.৩.৩. আদিব্যঞ্জন লোপ :

রাফস > আইক্কোশ

রুটি > উটি

৩.৩.৪. মধ্যব্যঞ্জন লোপ :

বৃহ্পতি > বিস্তি

শ্রাবণ > শাওন

আশ্বিন > আশিন

কার্তিক > কাতিক

অগ্রহায়ণ > অঘন

ফাল্গুন > ফাগুন

৩.৩.৫. অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ :

পারদ > পারা

জৈষ্ঠ > জেঠ

চৈত্র > চৈত

৩.৪. ধিমাল ভাষার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়, আবার মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন—

৩.৪.১. মহাপ্রাণীভবন :

অগ্রহায়ণ > অঘন

পিসাই > ফিসাই (পিসি)

কুচিয়া > কুছিয়া (কুচিয়া মাছ)

ফেপসা > ফেফসা (ফুসফুস)

ঘুটুক > ঘুটুখ (কচ্ছপ)

ভুচুং > ভুছুং (উনান)

৩.৪.২. অল্পপ্রাণীভবন :

ফুচুকা > পুচুকা

চমফে > চম্পে

উম্ফি > উম্পি

মেছা > মেচা

সিন্থা > সিন্তা

নাইফু > নাইফু

তথ্যসূত্র :

১. মনজুর মোরশেদ, আবুল কালাম : আধুনিক ভাষা তত্ত্ব, ২০০৭, পৃ. ২১৩।

দ্বিতীয় অধ্যায় :
খ. ধিমাল ভাষার রূপতত্ত্ব
(Morphology of Dhimal Language)

ভাষাবিজ্ঞান তথা ব্যাকরণের মুখ্য আলোচনার বিষয় হল রূপতত্ত্ব (Morphology)। রূপতত্ত্ব বলতে সাধারণভাবে ভাষা তথা ব্যাকরণের যে বিশেষ দিকগুলির কথা বলা হয় তা হল— শব্দ, ক্রিয়ার কাল, পদ পরিচয়, বচন, কারক, সর্বনাম, সমাস, প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ, বিশেষণ, লিঙ্গ, বিভক্তি ইত্যাদি। যে কোন ভাষার সবচেয়ে মৌলিক ও ক্ষুদ্রতম একক হল ধ্বনি। আবার একাধিক ধ্বনির মিলনে ধ্বনির চাইতে বৃহত্তর এক একটি অর্থপূর্ণ একক গড়ে উঠলে, তাকে শব্দ বলা হয়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন ধ্বনির ঠিক পরবর্তী বৃহত্তম এককটি শব্দ (Word) নয়, তা হ'ল 'Morpheme'। এই 'Morpheme' কে বাংলা ভাষার ভাষাবিজ্ঞানীরা কেউ বলেছেন 'রূপিম', কেউ বলেছেন 'রূপমূল' বা 'মূলরূপ', আবার কেউ বলেছেন 'পদাণু'। যাই হোক রূপতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ নীদা সংক্ষেপে 'Morpheme' কে বলেছেন 'Minimal meaningful unit' অর্থাৎ অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক।^১ আবার বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসন মূলরূপ বা রূপিমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—“Morphemes are generally short sequences of Phonemes. These sequences are recurrent but not all are recurrent sequences are Morphemes....Morphemes can be usefully described as the smallest meaningful units in the structure of the language.”^২ অন্যদিকে David Crystal বলেছেন, “The branch of grammar which studies the structure or forms of words primarily through the use of the Morpheme construct.”^৩ ড. রামেশ্বর শ' রূপিম বা মূলরূপের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এ সম্পর্কে বলেছেন, “রূপিম বা মূলরূপ (Morpheme) হল এক বা একাধিক স্বনিমের সমন্বয়ে গঠিত এমন অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক যা পৌনঃপুনিক এবং যার অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য নেই।”^৪

প্রদত্ত সংজ্ঞা ও উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা 'Morpheme' এর চারটি বৈশিষ্ট্য পাই। যথা—

১. এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত ক্ষুদ্রতম একক;
২. ক্ষুদ্রতম এককটি একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করবে;
৩. আবার ঐ এককটিই ভাষার মধ্যে বারবার ফিরে আসবে;
৪. এককটির অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য কোন এককের ধ্বনিগত ও অর্থগত মিল থাকবে

না।

মূলরূপ বা রূপিমকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— মুক্ত রূপিম (Free Morpheme) ও বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme)। যে রূপিম অন্য কোন ধ্বনি সমষ্টি বা মূলরূপ সংযুক্তি ছাড়াই স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে মুক্ত রূপিম বলে। যেমন— আম, জাম, বট, ইট ইত্যাদি। ধিমাল ভাষায় কে (স্বামী), বে (স্ত্রী), চান (ছেলে) ইত্যাদি। কিন্তু যে মূলরূপ বা ক্ষুদ্রতম ধ্বনি সমষ্টি এককভাবে বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, মুক্ত রূপিম বা মূলরূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় তাকে বদ্ধ রূপিম বলে। যেমন—‘বাড়িটা’ শব্দে ‘বাড়ি’ হল মুক্ত রূপিম এবং ‘টা’ হল বদ্ধ রূপিম। অনুরূপভাবে ধিমাল ভাষাতেও আমরা বদ্ধ রূপিমের দৃষ্টান্ত দিতে পারি। যেমন— ‘তুইকা’ (তুই + কা) অর্থ ডিম পাড়া; ‘তুই’ মুক্ত রূপিম তার সঙ্গে ‘কা’ যুক্ত হয়েছে, এখানে ‘কা’ বদ্ধ রূপিম।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা কথ্য ভাষার নমুনা সংগ্রহ করে তা থেকে তার রূপিম বা মূলরূপ নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাদের মধ্যে গ্লীসনের পদ্ধতিটি অন্যতম। তাঁর ভাষায়— “Morphemes can be identified only by comparing various samples of a language. If two or more samples can be found in which there is some feature of expression which all share and some feature of content which all hold in common, then one requirement is met, and these samples may be tentatively identified as a Morpheme.”^৬ আবার ভাষাবিজ্ঞানী নীদা আর একটু এগিয়ে রূপিম সনাক্তকরণ সম্পর্কে বলেছেন—“Forms which have a common semantic distinctiveness and an identical phonemic form in all their occurrences constitute a single Morpheme.”^৭ এবার আমরা রূপিমের সাহায্যে ধিমাল ভাষার শব্দ গঠন প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করতে পারি।

১. রূপিমের সাহায্যে ধিমাল ভাষার শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া :

১.১. একটি মাত্র রূপিম বা মুক্ত রূপিমের সাহায্যে শব্দ গঠন—চি (জল), তুই (ডিম), সিং (গাছ), মি (চোখ), সা (বাড়ি), নাস (নরক) ইত্যাদি।

১.২. একাধিক রূপিমের সাহায্যে শব্দ গঠন। যেমন—

১.২.১. মুক্ত রূপিম + বদ্ধ রূপিম

চি + কো = চিকো (জলীয়)

সিং + কো = সিংকো (গাছের)

কা + বু = কাবু (আমিও)

পিয়া + ঠোই = পিয়াঠোই (গরুটা)

১.২.২.

বদ্ধ রূপিম + বদ্ধ রূপিম

লছ্ + অন = লছন (স্বভাব)

তান + হিয়া = তানহিয়া (চিংড়ি)

শর + অন = শরণ (অনুগত)

খু + তেং = খুতেং (চুরি করলে)

১.২.৩.

বদ্ধ রূপিম + মুক্ত রূপিম

টেলি + কিয়া = টেলিকিয়া (প্রাপ্ত বয়স্ক মুরগী)

কে + চান = কেচান (বাচ্চা মুরগী)

থো + চি = থোচি (থুথু)

ডি + শিরা = ডিশিরা (উকুন)

১.২.৪.

মুক্ত রূপিম + মুক্তরূপিম

হয়া + বেয়া = হয়াবেয়া (মাছ-মাংস)

মি + তুকা = মিতুকা (কু-দৃষ্টি)

বেহাউ + পিকা = বেহাউপিকা (বিয়ে দেওয়া)

বাংসা + গেলাই = বাংসাগেলাই (আত্মীয়গুলি)

ধকর + রিমে = ধকররিমে (সৎ বোন)

১.২.৫. এছাড়াও একটি শব্দের সঙ্গে এক বা একাধিক শব্দ সংযোগে ধিমাল ভাষায় শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যেমন—

ঢাং + গাই + কিয়া = ঢাংগাইকিয়া (মোরগ)

রাই + খান + জান = রাইখানজান(সজনা)

আজ + নাই + তি = আজনাইতি (অঞ্জনি/চোখের রোগ বিশেষ)

কিটি + কিটি + কা = কিটিকিটিকা (অন্ধকার)

রূপিমের গঠন প্রকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে অর্থের যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনি এক্ষেত্রে বদ্ধ রূপিম তথা প্রত্যয় বিভক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। বদ্ধ রূপিমের সঙ্গে মুক্ত রূপিমের সংযোগ-স্থাপন এবং এর সাহায্যে ভাষার শব্দরূপ, ধাতুরূপ ইত্যাদির বৈচিত্র্যসাধন ব্যাকরণগত সম্পর্ক প্রকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সংযুক্তির মাধ্যমে ধিমাল ভাষার ক্রিয়ার কাল, কারক, পুরুষ, বচন, লিঙ্গ, সর্বনাম ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

২. ক্রিয়ার কাল :

ধিমাল ভাষায় ক্রিয়াপদের তিনটি কাল এবং একটি ভাব বা অনুজ্ঞা রয়েছে। এখানে কাল, পুরুষ ও বচনভেদে একই ক্রিয়া বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। মধ্যম পুরুষে তুচ্ছার্থে না (তুই/তুমি), মান্যার্থে নেলাই (আপনি) এবং প্রথম পুরুষে ওয়া (সে/তিনি) ব্যবহৃত হয়। তাই এখানে তুই/তুমি এবং সে/তিনি ধিমাল ভাষায় আলাদা রূপ দেখানো হল না। একটি সারণির সাহায্যে ক্রিয়া বিভক্তিগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হল—

সারণি-১

√পা (√কর) + খা = পাখা (করি)

২.১ বর্তমান কাল :

	উত্তমপুরুষ কা (আমি)	মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ ওয়া (সে/তিনি)
		তুচ্ছার্থে না (তুই/তুমি)	মান্যার্থে নেলাই (আপনি)	
সাধারণ	পাখা (করি)	পা (করো)	পাসু (করেন)	পাখে (করে)
ঘটমান	পাখা (করছি)	পাখেনা (করছ)	পাখেনে (করছেন)	পাখে (করছে)
পুরাঘটিত	পাকাহিঘা (করেছি)	পাকাহিনা (করেছ)	পাকাহিনে (করেছেন)	পাকাইহি (করেছে)
অনুজ্ঞা		পা (করো)	পাসু (করুন)	পাকো (করুক)

অতীত কাল :

	উত্তমপুরুষ কা (আমি)	মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ ওয়া (সে/তিনি)
		তুচ্ছার্থে না (তুই/তুমি)	মান্যার্থে নেলাই (আপনি)	
সাধারণ	পাহিঘা (করলাম)	পাহিনা (করলে)	পাহি (করলেন)	পাহি (করল)
ঘটমান	পাঘাহিঘা (করছিলাম)	পাঘাহিনা (করছিলে)	পাঘাহিনে (করছিলেন)	পাঘাহি (করছিল)
পুরাঘটিত	পাঘাহিঘা (করেছিলাম)	পাহিনা (করেছিলে)	পাহিনে (করেছিলেন)	পাহি (করেছিল)
নিত্যবৃত্ত	পাঘাহিঘা (করতাম)	পালি (করতে)	পাধানে (করতেন)	পাঘাহি (করত)

ভবিষ্যৎ কাল :

	উত্তমপুরুষ কা (আমি)	মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ ওয়া (সে/তিনি)
		তুচ্ছার্থে না (তুই/তুমি)	মান্যার্থে নেলাই (আপনি)	
সাধারণ	পাংকা (করব)	পানা (করবে)	পানে (করবেন)	পাঙ্ (করবে)
ঘটমান	পাতেং হিয়াংকা (করতে থাকব)	পাতেং হিয়ানা (করতে থাকবে)	পাতেং হিয়ানে (করতে থাকবেন)	পাতেং হিয়াওয়াঁ (করতে থাকবে)
পুরাঘটিত	পাকা হিয়াংগা (করে থাকব)	পাকা হিয়ানা (করে থাকবে)	পাকা হিয়ানে (করে থাকবেন)	পাকা হিয়াওয়াঁ করে থাকবে
নিত্যবৃত্ত	-	পা (করিস)	পানে (করবেন)	পাঙ্ (করবে)

সারণি-২

৩. কালানুসারে ক্রিয়ার রূপ বৈচিত্র্য :

ক. $\sqrt{\text{চা}} (\sqrt{\text{খা}}) + \text{খা} = \text{চাখা} (\text{খাই})$

৩. ১. বর্তমান কাল :

	উত্তমপুরুষ কা (আমি)	মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ ওয়া (সে/তিনি)
		তুচ্ছার্থে না (তুই/তুমি)	মান্যার্থে নেলাই (আপনি)	
সাধারণ	চাখা (খাই)	চা (খাও)	চাসু (খান)	চাখে (খায়)
ঘটমান	চাখা (খাচ্ছি)	চাখনা (খাচ্ছ)	চাখনে (খাচ্ছেন)	চাখে (খাচ্ছে)
পুরাঘটিত	চাকাহিঘা (খেয়েছি)	চাকাহিনা (খেয়েছ)	চাকাহিনে (খেয়েছেন)	চাকাইহি (খেয়েছে)
নিত্যবৃত্ত		চা (খাও)	চাসু (খান)	

অতীত কাল :

	উত্তমপুরুষ কা (আমি)	মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ ওয়া (সে/তিনি)
		তুচ্ছার্থে না (তুই/তুমি)	মান্যার্থে নেলাই (আপনি)	
সাধারণ	চাহিঘা (খেলাম)	চাহিনা (খেলে)	চাহিনে (খেলেন)	চাহি (খেল)
ঘটমান	চাঘাহিঘা (খাচ্ছিলাম)	চাঘাহিনা (খাচ্ছিলে)	চাঘাহিনে (খাচ্ছিলেন)	চাঘাহি (খাচ্ছিল)
পুরাঘটিত	চাঘাহিঘা (খেয়েছিলাম)	চাহিনা (খেয়েছিলে)	চাহিনে (খেয়েছিলেন)	চাহি (খেয়েছিল)
অনুজ্ঞা	চাদোংগা (খেতাম)	চাদোনা (খেতে)	চাদোনে (খেতেন)	চাদোয়াঁ (খেত)

ভবিষ্যৎ কাল :

	উত্তমপুরুষ কা (আমি)	মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ ওয়া (সে/তিনি)
		তুচ্ছার্থে না (তুই/তুমি)	মান্যার্থে নেলাই (আপনি)	
সাধারণ	চাংকা (খাব)	চানা (খাবে)	চানে (খাবেন)	চায়াঁ (খাবে)
ঘটমান	চাতেং হিয়াংকা (খেতে থাকব)	চাতেং হিয়ানা (খেতে থাকবে)	চাতেং হিয়ানে (খেতে থাকবেন)	চাতেংহিয়াঁ (খেতে থাকবে)
পুরাঘটিত	চাতেংসা হিয়াকা (খেয়ে থাকব)	চাতেংসা হিয়ানা (খেয়ে থাকবে)	চাতেংসা হিয়ানে (খেয়ে থাকবেন)	চাতেংসা হিয়াঁ (খেয়ে থাকবে)

সারণি- ৩

খ. $\sqrt{\text{খাঙ}} (\sqrt{\text{দেখ}}) + \text{খা} = \text{খাঙখা (দেখি)}$

বর্তমান কাল :

	উত্তমপুরুষ কা (আমি)	মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ ওয়া (সে/তিনি)
		তুচ্ছার্থে না (তুই/তুমি)	মান্যার্থে নেলাই (আপনি)	
সাধারণ	খাঙখা (দেখি)	খাঙ (দেখ)	খাঙসু (দেখেন)	খাঙখে (দেখে)
ঘটমান	খাঙখা (দেখছি)	খাঙখনা (দেখছে)	খাঙখনে (দেখছেন)	খাঙখে (দেখছে)
পুরাঘটিত	খাঙ্ঘাইঘা (দেখেছি)	খাঙ্ঘাইহিনা (দেখেছ)	খাঙ্ঘাইহিনে (দেখেছেন)	খাঙ্ঘাই (দেখেছে)

অতীতকাল :

	উত্তমপুরুষ কা (আমি)	মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ ওয়া (সে/তিনি)
		তুচ্ছার্থে না (তুই/তুমি)	মান্যার্থে নেলাই (আপনি)	
সাধারণ	খাঙ্ঘা (দেখলাম)	খাঙ্ঘনা (দেখলে)	খাঙ্ঘনে (দেখলেন)	খাঙ্ঘি (দেখল)
ঘটমান	খাঙ্ঘাইঘা (দেখছিলাম)	খাঙ্ঘাইহিনা (দেখছিলে)	খাঙ্ঘাইহিনে (দেখছিলেন)	খাঙ্ঘাই (দেখছিল)
পুরাঘটিত	খাঙ্ঘকাইঘা (দেখেছিলাম)	খাঙ্ঘকাইঘাইহিনা (দেখেছিলে)	খাঙ্ঘকাইঘাইহিনে (দেখেছিলেন)	খাঙ্ঘকাইঘাই (দেখেছিল)

ভবিষ্যৎকাল :

	উত্তমপুরুষ কা (আমি)	মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ ওয়া (সে/তিনি)
		তুচ্ছার্থে না (তুই/তুমি)	মান্যার্থে নোলাই (আপনি)	
সাধারণ	খানাঙ্কা (দেখব)	খানানা (দেখবে)	খানানে (দেখবেন)	খানায়্যাঁ (দেখবে)
ঘটমান	খাঙ্তেঙ ইয়াঙ্কা (দেখতে থাকব)	খাঙ্তেং হিয়ানা (দেখতে থাকবে)	খাঙ্তেঙ হিয়ানে (দেখতে থাকবেন)	খাঙ্তেঙ হিয়াঁ (দেখতে থাকবে)
পুরাঘটিত	খাঙ্তেঙ হিয়াঙ্ঘা (দেখে থাকব)	খাঙ্তেঙ হিয়াইনা (দেখে থাকবে)	খাঙ্তেঙ হিয়াইনে (দেখে থাকবেন)	খাঙ্তেঙ হিয়াঁ (দেখে থাকবে)

৪. ক্রিয়ার রূপ :

ধিমাল ভাষাতেও আমরা দুই ধরনের ক্রিয়ারূপ দেখতে পাই। যথা— সমাপিকা ক্রিয়া এবং অসমাপিকা ক্রিয়া।

সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া ব্যবহার করলে বাক্যের গঠন ও অর্থ পূর্ণতা লাভ করে, আর কিছু বলার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন— আমি যাই, আমি ভাত খেয়েছি, সে বলল, প্রভৃতি। ধিমাল ভাষায়—

ওয়া চাখে (সে খেয়েছে)

কা চাখা (আমি খাই)

কা পাখা (আমি করি)

না পাখানা (আপনি করেছেন)

অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া ব্যবহার করলে বাক্যের গঠন ও অর্থ পূর্ণতা লাভ করে না, আরও কিছু বলার আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়, তা ছাড়াও অর্থের পূর্ণতা লাভের জন্য সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োজন থাকে, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন— চাঁদ উঠলে চন্দ্রমল্লিকা হাসে, স্কুল থেকে ফিরে এসে সে ভাত খায়, সে কলেজ থেকে ফিরে বাথরুমে গিয়ে হাত পা ধুয়ে এসে জলখাবার খেতে বসল প্রভৃতি। অন্যদিকে ধিমাল ভাষায় ‘তেং’, ‘নু’ প্রত্যয় যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয়। যেমন—

তেং — কা চাতেং হানাঙ্গা (আমি খেয়েই যাব)

— হানতেং পাকা (গিয়েই করা)

— লোতেং পাকা (এসেই করা)

নু — কা হানিনু ওয়া লাইয়াঁ (আমি গেলে সে আসবে)

— ওয়া লোনু কা হানাঙ্কা (সে এলে আমি যাব)

৫. যৌগিক ক্রিয়া :

ধিমাল ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ লক্ষণীয়। এখানে যৌগিক ক্রিয়াটি দুই, তিন এবং চার পদ বিশিষ্ট ক্রিয়া-বাক্যাংশ নিয়ে গঠিত হয়। যেমন—

দুই পদী ক্রিয়া-বাক্যাংশ :

√লো-তেং (এসে) + √রুহ্কা (লওয়া) = লোতেং রুহ্কা (এসে লওয়া)

√লো-তেং (এসে) + √পালকা (কাটা) = লোতেং পালকা (এসে কাটা)

√হে-য়াল (পিছল) + √তেং (যাওয়া) = হেয়ালতেং (পিছলে যাওয়া)

√পা-তেং (করে) + √হাকা (যাওয়া) = পাতেং হাকা (করে যাওয়া)

বাক্যে ব্যবহার :

ক. ওয়া গোটেং তুই এং চা পিহি। (সে সম্পূর্ণ ডিমটা খেয়ে নিল।)

খ. ওয়েং দোলি পি। (ওকে বলতে দাও।)

গ. ওয়া হালিতেংহি। (সে যেতে লাগল।)

তিনপদী ক্রিয়া বাক্যাংশ :

ক. না উম এং চেতেং চুমা। (তুমি ধান কেটে নিয়ে এসো।)

খ. নায়া লখন হুমতেং জিমতেং ইহিনা হইপালি? (নতুন জামা পড়ে শুয়ে আছিস কেন?)

চারপদী ক্রিয়া বাক্যাংশ :

ক. টিম্পা টিম্পা চাতেং লো। (তাড়াতাড়ি খেয়ে এসো।)

খ. উম চাতেংসা হাটে হানে। (ভাত খেয়ে নিয়ে বাজারে যাও।)

৬. নঞর্থক ক্রিয়া :

ধিমাল ভাষায় পূর্ব প্রত্যয়ের সঙ্গে ক্রিয়ার মূল যোগে নঞর্থক ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন—

পূর্ব প্রত্যয় + ক্রিয়া মূল :

মা— মা + √চা = মাচা (খেয়ো না)

মা + √হানাংকা = মাহানাংকা (যাব না)

মা + √লো = মালো (আসবে না)

মা + √পা = মাপা (করবে না)

মা + √হানে = মাহানে (যাবে না)

মা + √রুহ্ = মারুহ্ (নেবে না)

৭. প্রযোজক ক্রিয়া :

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে— “যে ক্রিয়ার দ্বারা সূচিত হয় যে, ক্রিয়ার কার্য একজনের প্রেরণা বা চালনার দ্বারা অন্যজন-কর্তৃক সংঘটিত হইতেছে, একজনের প্রেরিত বা চালিত হইয়া অন্যজন কোন কার্য করিতেছে, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক বা প্রেরণার্থক ক্রিয়া বলে।”^৭ ধিমাল ভাষাতে প্রযোজক ক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মূল ধাতুর সঙ্গে ঘাহি, পাখে ইত্যাদি বন্ধরূপিম যোগ করে বিভিন্ন প্রযোজক ক্রিয়া গঠিত হয় যেমন—

ধাতু + বন্ধরূপিম = প্রযোজক ক্রিয়া

খাঙ্ + ঘাহি = খাঙ্ঘাহি (দেখাচ্ছিল)

চা + পাখে = চাপাখে (খাওয়াচ্ছে)

পা + পাখে = পাপাখে (করাচ্ছে)

দো+ পাখে = দোপাখে (বলাচ্ছে)

প্রযোজক ক্রিয়ার বাক্যে প্রয়োগ :

ক. আমা নুন্ এং তালি খাঙ্পাখে। (মা শিশুকে চাঁদ দেখায়।)

খ. মাস্টার পরিকা এং পড়াই পাখে। (শিক্ষক ছাত্র পড়ায়।)

গ. লোলুয়া নাই বুড়ি হিয়াপাখে। (বাজিকর ভালুক নাচায়।)

৮. কারক :

বাংলার মতই ধিমাল ভাষায় কারক ছয় প্রকার। কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ। এছাড়াও সম্বন্ধপদের ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার কারক চিহ্ন (Case mark) সারণীর সাহায্যে নিম্নে বর্ণিত হল—

সারণি নং ৪

কারক	কারক চিহ্ন	
	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ কারক	-০, ঠোই	লাই, গেলাই, কো
কর্ম কারক	-০, এং	এং
করণ কারক	য়াও	কো
সম্প্রদান কারক	এং	এং
অপাদান কারক	সং	সং
অধিকরণ কারক	তা	তা
সম্বন্ধ পদ	কো	কো

৮.১. কর্তৃ কারক :

কর্তৃ কারকে অনির্দিষ্ট অর্থে একবচনে ‘শূন্য’ বিভক্তি এবং বহুবচনে ‘লাই’ বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন—

- কা হানাংকা (আমি যাব)।
- কেলাই হানাংকে (আমরা যাব)।
- না পড়্হে (তুমি পড়)।
- ওয়া পড়িয়াং (সে পড়বে)।
- ওবলাই হানাং (তারা যাবে)।

নির্দিষ্টতা অর্থে সর্বনামের পরে একবচনে ‘ঠোই’ এবং বহুবচনে ‘গেলাই’, ‘লাই’, ‘কো’, ইত্যাদি বিভক্তি চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

- কা কামঠোই পাহিঘা (আমি কাজটি করলাম)।
- মেছাঠোই ঘাসে চাখে (ছাগলটি ঘাস খাচ্ছে)।
- ওবলাই জুমনি হানাং (তারা কাল যাবে)।
- মিংকা তোরষেগেলাই নোঙতেং ইহি (পাকা আমগুলি পড়ে আছে)।
- কেলাকো চাকা আমকা মা জিহি (আমাদের খাওয়া হয় নি)

৮.২. কর্ম কারক :

কর্ম কারকের একবচনের ‘শূন্য’, ‘এং’ বিভক্তি পরিলক্ষিত হয় বহুবচনেও ‘এং’ বিভক্তি চিহ্নের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—

- কা উম চাখা (আমি ভাত খাই)।
- না রাম এং দোতনা (তুমি রামকে বলবে)
- কা নেএং দোহিঘা (আমি তোমাকে বলছি)।
- কেএং উম পি (আমাকে ভাত দাও)।
- কেলা এং উম পিসু (আমাদের দাও)।
- ওবলাই এং হাইপালি রাঘিখেনা (ওদেরকে বকছ কেন?)।
- হরদেব এং কাইতেং চুমা (হরদেবকে ডেকে নিয়ে এসো)।

৮.৩. করণ কারক :

খিমাল ভাষায় করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একবচনে ‘য়াও’ এবং বহুবচনে ‘কো’ ব্যবহৃত হয়। যেমন—

কাঁচিয়া দাবিয়াও পাল (দা দিয়ে কাটো)।

খুইয়াও ডাঙ্ঘাই (হাত দিয়ে মারো)।

সোনাকো দামকা সা (সোনার তৈরি ঘর)।

৮.৪. সম্প্রদান কারক :

এক্ষেত্রে চতুর্থী বিভক্তির চিহ্নরূপে একবচনে ‘এং’ এবং বহুবচনে ‘কো’র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

গরীব এং কাউরী পি (গরীবকে পয়সা দাও)।

আঁয়হা এং ঘাসে পি (ঘোড়াকে ঘাস দাও)।

ডিয়াংকো ভাসিং ডিয়াং (মানুষের জন্যই মানুষ)।

মাস্টর ছাত্র এং ধির পাখে (শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষা দেন)।

৮.৫. অপাদান কারক :

অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন স্বরূপ ‘সং’ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—

গহ্ম সং আটা জিঙ্খে (গম থেকে আটা হয়)।

লিংবাড়ি সং পাটে চেতেঙ্ চুমা (জমি থেকে পাট কেটে নিয়ে এসো)।

মেসে সং তাল জিঙ্খে (তিল থেকে তাল হয়)

উম সং উংখু জিঙ্খে (ধান থেকে চাল হয়)।

ওয়া সা সং লোখে (সে বাড়ি থেকে আসছে)।

মালাবাড়ি সং নকশালবাড়ি ইস্তং দুরে (মালাবাড়ি থেকে নকশালবাড়ি অনেক দূর)।

৮.৬. অধিকরণ কারক :

এক্ষেত্রে অধিকরণ কারকের সপ্তমী বিভক্তির চিহ্নরূপে ‘তা’ ব্যবহৃত হয়। যেমন —

হায়া চিতা হিখে (মাছ জলে থাকে)।

ঝাড়বাড়িতা নারিয়া হিখে (জঙ্গলে হাতি থাকে)।

ওয়াং ইসতুং দুখ্তা নেংহি (সে খুব দুঃখে পড়েছে)।

আষাঢ় মাহিনাতা খুবেং ওয়াই লোখে (আষাঢ় মাসে খুব বৃষ্টি হয়)।

সাগরতা দেশে ইহি (সমুদ্রে লবন আছে)।

৮.৭. সম্বন্ধ পদ :

সম্বন্ধবাচক ‘কো’ বিভক্তি একবচন এবং বহুবচন সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। যেমন—

এডে মালবরকো সা (এটা মালবরের বাড়ি)।

মামাইকো সা (মামার বাড়ি)।
সোনাকো গাহিনা (সোনার গহনা)।
জিঙ্‌সে চুইতি (সরিষার তেল)।
পিয়াকো গাড়ি (গোরুর গাড়ি)।
এনিকো দামা (এক দিনের রাস্তা)।
খুঁয়াকো লাহাচি (বাঘের ভয়)।
ঝোরাবাড়িকো বিতি (নদীর তীর)।

৯. উপসর্গ (Prefix) :

ধিমাল ভাষায় তা, চা, টি, মি, চি, বে, সা ইত্যাদি উপসর্গ যোগে রূপিম গঠিত হয়।

ধিমাল ভাষায় উপসর্গযোগে গঠিত রূপিমের উদাহরণ—

তা + পিলি = তাপিলি (রেখে দেওয়া)
চা + পিলি = চাপিলি (খেয়ে নেওয়া)
টি + শিরা = ডিশিরা (বড় উকুন)
মি + চিমকা = মিচিমকা (চোখের পলক)
চি + ভাইকা = চিভাইকা (জলীয়)
বে + এসা = বেএসা (ভায়রা ভাই)
সা + তা = সাতা (ঘরে)

এই ভাষায় নঞর্থক ভাব প্রকাশে ‘মা’ উপসর্গের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন—

মা + চাখা = মাচাখা (খাব না)
মা + এলকা = মাএলকা (ভাল না)
মা + পাংকা = মাপাংকা (করব না)
মা + হানাংকা = মাহানাংকা (যাব না)
মা + দেতাংকা = মাদেতাংকা (বলব না)

১০. মধ্যসর্গ (Infix) :

ধিমাল ভাষায় নিম্নলিখিত মধ্যসর্গের ব্যবহার লক্ষ করা যায়—

গাই — চাং + গাই + কিয়া = চাংগাইকিয়া (মোরগ)

১১. অনুসর্গ বা পরসর্গ (Suffix) :

ধিমাল ভাষায় বিশেষ্য বা বিশেষণবাচক শব্দের শেষে নু, লি, হি, তা, বু প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার

লক্ষ করা যায়। যেমন—

- মিং + নু = মিংনু (পাক্লে)
আখে + লি = আখেলি (ঘৃনা করা)
সে + হি = সেহি (ফলেছে)
সা + তা = সাতা (ঘরে)
পা + লি = পালি (করা)
খাং + লি = খাংলি (দেখা)
দে + লি = দেলি (চাটানো)
চি + লি = চিলি (কামড়ানো)
নি + লি = নিলি (গলধংকরণ করা)
রিম + লি = রিমলি (ধরা)
দো + লি = দোলি (বলা)
চা + লি = চালি (খাওয়া)
হিং + লি = হিংলি (শোনা)
নুহ্ + লি = নুহ্লি (শৌকা)
কা + বু = কাবু (আমিও)
মধু + বু = মধুবু (মধুও)

লক্ষণীয় বিষয়, খিমাল ভাষায় অধিকাংশ পশুবাচক শব্দে ‘আ’ ধ্বনির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

- পায় + আ = পায়্যা (শুয়োর)
খুঁয় + আ = খুঁয়া (বাঘ)
খিয় + আ = খিয়া (কুকুর)
ডিয় + আ = ডিয়া (মোষ)
পিয় + আ = পিয়া (গরু)
মেছ + আ = মেছা (ছাগল)
লেক্ড় + আ = লেক্ড়া (নেকড়ে)
নহয়ঁ + আ = নহয়ঁা (বানর)
হাপ + আ = হাপা (বন্যবিড়াল)
এংঘ + আ = এংঘা (হরিণ)

মেন্ড + আ = মেন্ডা (ভেড়া)

লায় + আ = লায়্যা (গঞ্জার)

চিক্ + আ = চিকা (ছুঁচো)

অঁয়হ্ + আ = অঁয়হা (ঘোড়া)

জুহ্ + আ = জুহা (ইঁদুর)

কিয় + আ = কিয়া (মুরগী)

পুঁইহ্ + আ = পুঁইহা (সাপ)

নারিয় + আ = নারিয়া (হাতি)

১২. বিশেষণ :

যে পদের মাধ্যমে নাম, ক্রিয়া বা অন্য কোন পদের দোষ, গুণ, ধর্ম, সংখ্যা, পরিমাণ, আকার, অবস্থা প্রভৃতিকে চিহ্নিত করে তাকে বিশেষণ বলা হয়। বিশেষণের প্রয়োগ হয় দুই ভাবে, বিশেষ্যের আগে ও পরে।

১২.১. গঠনগত দিক থেকে ধিমাল ভাষায় বিশেষণকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন —

ক. মৌলিক (Primary)

খ. সাধিত (Derived)

এই দুই বিশেষণের মধ্যে মৌলিকরূপের বিশেষণগুলি Independent Unit নিয়ে তৈরি, অর্থাৎ এগুলি হল এক একটি স্বতন্ত্র একক। এই এককগুলি একাক্ষরী (Mono Syllabic), অথবা বহু অক্ষর বিশিষ্ট (Poly Syllabic) হতে পারে। অপরদিকে বিশেষ্য ও ক্রিয়ামূল একসঙ্গে যোগ হয়ে গঠিত হয় সাধিত বিশেষণ।

১২.১.১. মৌলিক বিশেষণ :

দাকা (কালো)

নায়্যা (নতুন)

এল্কা (ভালো)

রেম্কা (সুন্দর)

মা (নিষেধ/খারাপ)

মিংকা (সেদ্ধ)

হোকা (ভাজা)

থের্কা (ঝাল)

ডাকা (টক্)

১২.১.২ সাধিত বিশেষণ :

পূর্ব প্রত্যয় যোগ করে :

চি + ভাইকা = চিভাইকা (জলীয়)

মিং + কা = মিংকা (সেদ্ধ)

আখে + কা = আখেকা (খুব খারাপ)

টেলি + কিয়া = টেলিকিয়া (প্রাপ্তবয়স্ক মুরগী)

ভুণ্ডি + কিয়া = ভুণ্ডিকিয়া (বাচ্চাসহ মুরগী)

পর প্রত্যয় যোগ করে :

মিং + হি = মিংহি (পেকে যাওয়া)

সেল + লি = সেললি (ফাটানো)

সা + তা = সাতা (ঘরে)

আখে + লি = আখেলি (ঘৃণিত)

সে + হি = সেহি (ফলেছে)

১২.২. বিশেষণের প্রকার :

ধিমাল ভাষায় আমরা তিন রকম বিশেষণ দেখতে পাই। যেমন—

(ক) গুণ বা অবস্থা বাচক বিশেষণ

(খ) উপাদান বাচক বিশেষণ

(গ) সংখ্যা বা পরিমাণ বাচক বিশেষণ

১২.২.১. (ক) গুণবাচক বা অবস্থাবাচক বিশেষণ :

ভেলে হাণ্ডিয়া। (গভীর নদী।)

নায় সা। (নতুন ঘর।)

জেকা ধাবা। (সাদা কাপড়।)

মা এলকা ডিয়াং। (দুষ্ট মানুষ।)

খুবেং কামপাকা চান। (খুব কর্মদক্ষ ছেলে।)

দাকা চামদি। (কালো মেয়ে।)

১২.২.২. (খ) উপাদান বাচক বিশেষণ :

এই ধরনের বিশেষণ বিশেষ্যের উপাদানের ধারণা দেয়। যেমন—

সোনাকো তিসি। (সোনার হার।)
ভোনোইকো ভাণ্ডা। (মাটির ভাঁড়।)
খুটাংকো চোকি। (কাঠের চৌকি।)
কাগজকো ডোংগা। (কাগজের নৌকা।)
ধাবাকো ঝোলা। (কাপড়ের ব্যাগ।)
চামড়াকো জোতা। (চামড়ার জুতো।)

১২.২.৩ (গ) সংখ্যা বা পরিমাণবাচক বিশেষণ :

এই ধরনের বিশেষণ বিশেষ্যের পরিমাণের কিংবা মানুষ বা বস্তুর নির্দিষ্ট সংখ্যার ধারণা তুলে ধরে। যেমন—

ইস্কুং ডিয়াং। (বহু মানুষ।)
টেলঙ্ ডিয়াং। (দশ জন মানুষ।)
এবিঘা লিং। (এক বিঘা জমি।)
নেহেনঙ্ বার। (দুটি ফুল।)
সুমনঙ্ কাগজ। (তিনটি বই।)

১২.৩. ক্রিয়া বিশেষণ :

ধিমাল ভাষায় ক্রিয়া বিশেষণকে তিনটি রূপে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

- (১) কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ
- (২) স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ
- (৩) লক্ষণবাচক ক্রিয়া বিশেষণ

১২.৩.১. কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ :

এই ক্রিয়া বিশেষণকে চারটি ভাগ করা যায়। যেমন —

- (ক) কালের নিশ্চয়বাচক ক্রিয়া বিশেষণ
- (খ) কালের সম্বন্ধবাচক ক্রিয়া বিশেষণ
- (গ) কালের পরস্পর সম্বন্ধবাচক ক্রিয়া বিশেষণ
- (ঘ) কালের প্রশ্নবাচক ক্রিয়া বিশেষণ

(ক) কালের নিশ্চয়বাচক ক্রিয়া বিশেষণ :

এসকাই নুহুসো (একটু পরে)
এনা (এখন)

এনাং (এখনই)

বাক্যে প্রয়োগ :

- i) রঞ্গিয়া এসকই নুহুসো হানাং। (রঞ্গিয়া একটু পরে যাবে।)
- ii) অবিরল এসকই নুহুসো রাওপা। (অবিরল একটু পরে বলবে।)
- iii) ওয়া এলাং হানে। (তিনি এখন যাবেন।)
- iv) না এনাং হানে। (তুই এখনই যা।)

(খ) কালের সম্বন্ধবাচক ক্রিয়া বিশেষণ :

যেলা (যখন)

যেলাং (যখনই)

বাক্যে প্রয়োগ :

- i) রত্ন যেলা বেলা নেনাং, কোলা পাং। (রত্ন যখন সময় পাবে, তখন করবে।)
- ii) যেলায় বেলা নেনাং, কোলা পাং। (যখনই সময় পাবি, তখনই করবি।)

(গ) কালের পরস্পর সম্বন্ধবাচক ক্রিয়া বিশেষণ :

ওডে বেলা (সেই সময়)

ওডে বেলাতাং (সেই সময়ই)

বাক্যে প্রয়োগ :

- i) কা জিদে বেলাতা হানাংকা, না ওদোং বেলাতা লানা।
(আমি যে সময় যাব, তুমি ঐ সময় আসবে।)
- ii) কাংকো হাকা বেলাতাং ওয়া লোহি (আমার যাওয়ার সময়ই সে এলো।)

ঘ) কালের প্রশ্নবাচক ক্রিয়া বিশেষণ :

হেলা (কখন)

হাই (কোন্)

বাক্যে প্রয়োগ :

- i) বাংঠু হেলা হানাং? (বাংঠু কখন যাবে?)
- ii) ওয়া হাইদিনা হানাং? (সে কবে যাবে?)
- iii) কা হেলা নেনাংকা? (আমি কবে পাব?)

১২.৩.২. স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ : ধিমাল ভাষায় স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ চারটি। যথা —

(ক) স্থানের নিশ্চয়বাচক ক্রিয়া বিশেষণ

(খ) স্থানের সম্বন্ধবাচক ক্রিয়া বিশেষণ

(গ) স্থানের পরস্পর সম্বন্ধবাচক ক্রিয়া বিশেষণ

(ঘ) স্থানের প্রপ্নবাচক ক্রিয়া বিশেষণ

(ক) স্থানের নিশ্চয়বাচক ক্রিয়া বিশেষণ :

এতা (এখানে)

এতাং (এখানেই)

বাক্যে প্রয়োগ :

i) না এতা হি। (তুমি এখানে থাক)।

ii) ওয়া এতাং ইহি। (সে এখানেই আছে)।

(খ) স্থানের সম্বন্ধবাচক ক্রিয়া বিশেষণ :

যেতা (যেখানে)

যেতাং (যেখানেই)

গোটেং (সর্বত্র), যেতা-কোতা (যেখানে-সেখানে)

ওতাং (ওখানেই)

বাক্যে প্রয়োগ :

যদু যেতা হিঘাহি ওতা মধুবু ইহি। (যদু যেখানে রয়েছে মধুও সেখানে আছে)।

(গ) স্থানের পরস্পর সম্বন্ধবাচক ক্রিয়া বিশেষণ : ধিমাল ভাষায় এই বিশেষণটি অনেকটা স্থানের নিশ্চয়বাচক ক্রিয়া বিশেষণের মতই। যেমন—

বাক্যে প্রয়োগ :

i) সটমেন এতা হিয়াকো। (সটমেন এখানে থাকুক)।

ii) নেলাই এতাং হিসু (আদেশ)। (তোমরা এখানেই থাক)।

(ঘ) স্থানের প্রপ্নবাচক ক্রিয়া বিশেষণ :

হিসো/হেদে (কোথায়)

হিসো বিতি (কোন্ দিকে)

হিদে থানে (কোন্ স্থানে/কোন্ জায়গায়)

বাক্যে প্রয়োগ :

i) শেওড়ি হিসো হানিঘাহিনা? (শেওড়ি কোথায় গিয়েছিলে?)

ii) ক্যাম্পা হিসো বিতি হানিঘাহিনা? (ক্যাম্পা কোন্ দিকে গিয়েছিলে?)

iii) না হিদে থানেতা হানিঘাহিনা ? (তুমি কোন স্থানে গিয়েছিলে ?)

iv) খুদন হিদে থানেতা হানিঘাহিনা ? (খুদন কোন্ জায়গায় গিয়েছিলে ?)

১২.৩.৩. লক্ষণবাচক ক্রিয়া বিশেষণ :

ধিমাল ভাষায় এই বিশেষণটিও চার প্রকার। যথা—

(ক) লক্ষণের নিশ্চয়বাচক ক্রিয়া বিশেষণ

(খ) লক্ষণের সম্বন্ধবাচক ক্রিয়া বিশেষণ

(গ) লক্ষণের পরস্পর সম্বন্ধবাচক ক্রিয়া বিশেষণ

(ঘ) লক্ষণের প্রশ্নবাচক ক্রিয়া বিশেষণ

(ক) লক্ষণের নিশ্চয়বাচক ক্রিয়া বিশেষণ :

এসাকা ভাইকা (এই মত)

এসাং ভাইকা (এই মতই)

বাক্যে প্রয়োগ :

i) এসাকা ভাইকা থিয়া। (এই মত কুকুর।)

ii) এসাং ভাইকা পালি গোই। (এই মতই করা দরকার।)

(খ) লক্ষণের সম্বন্ধবাচক ক্রিয়া বিশেষণ :

যেসা (যেমন)

যেসাং ভাইকা (যেমনই)

বাক্যে প্রয়োগ :

i) যেসা চান ওসা চামদি। (যেমন ছেলে তেমন মেয়ে।)

ii) কা যেসা নাবু ওসা। (আমি যেরকম তুমিও সেরকম।)

(গ) লক্ষণের পরস্পর সম্বন্ধবাচক ক্রিয়া বিশেষণ : ধিমাল ভাষায় এই বিশেষণটি অনেকটা

লক্ষণের নিশ্চয়বাচক ক্রিয়া বিশেষণের মতই। যেমন—

বাক্যে প্রয়োগ :

i) ওসাকা ভাইকা চামদি গোই। (ঐরকম মেয়ে দরকার।)

ii) কাংকো মাহ্কা মেছাঠোই ওসাং ভাইকা হিঘাহি।

(আমার হারানো ছাগলটি ঐরকমই ছিল।)

(ঘ) লক্ষণের প্রশ্নবাচক ক্রিয়া বিশেষণ :

হেস্কা (কেমন)

হিস্কা (কি রকম)

বাক্যে প্রয়োগ :

তুষ্ট হিস্কা হিঘাহি? (তুষ্ট কি রকম আছে?)

না হেস্কা ইহিনা? (তুমি কেমন আছ?)

ওয়া হেস্কা ইহি? (সে কেমন আছে?)

গর্জন হিস্কা ডিয়াং? (গর্জন কি রকম মানুষ?)

১৩. লিঙ্গ (Gender) :

১৩.১. ধিমাল ভাষায় লিঙ্গ দুই প্রকার— পুং লিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ। বিশেষ্যমূলক রূপিমের সঙ্গে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন রূপ তৈরি হয়। আবার ধিমাল ভাষায় এমন কিছু বিশেষ্য পদ রয়েছে যেগুলির বিপরীত লিঙ্গের রূপ নেই। সেক্ষেত্রে নিত্য একক লিঙ্গের (Unique Gender form) রূপ দেখা যায়।

ধিমাল ভাষায় সাধারণত লিঙ্গ ভেদ নির্ণয়ের জন্য যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা হয় সেগুলি হল —

(ক) পৃথক পৃথক পুরুষবাচক বা স্ত্রী-বাচক শব্দ যোগ করে।

(খ) পর প্রত্যয় যোগ করে।

১৩.১.১. পৃথক পৃথক পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে :

পুং লিঙ্গ

স্ত্রী লিঙ্গ

আবা (পিতা)

আমা (মাতা)

ইয়োলা (ভাই)

রিমে (বোন)

জুয়া (শ্বশুর)

জুবে (শাশুড়ি)

হলুংগা (দেওর)

হলমে (ননদ)

ওয়ারাং (বৃদ্ধ)

বেরাং (বৃদ্ধা)

ওয়াল (পুরুষ)

বেবাল (নারী)

চান (পুত্র/ছেলে)

চামদি (মেয়ে/কন্যা)

ধিমাল ভাষায় গরু, মোষ, ছাগল, কুকুর, হাতি, বাঘ, হরিণ, ইত্যাদি প্রাণীর ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদ দেখানোর জন্য পুংলিঙ্গ হলে দাংখা (পুরুষ) এবং স্ত্রীলিঙ্গ হলে মাইনি (স্ত্রী) প্রযুক্ত হয়। যেমন—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দাংখা পিয়া (গরু)	মাইনি পিয়া (গাভী)
দাংখা ডিয়া (মোষ)	মাইনি ডিয়া (মহিষী)
দাংখা মেছা (ছাগ)	মাইনি মেছা (ছাগী)
দাংখা খিয়া (কুকুর)	মাইনি খিয়া (কুকুরী)
দাংখা নারিয়া (হস্তি)	মাইনি নারিয়া (হস্তিনী)
দাংখা খুঁয়া (বাঘ)	মাইনি খুঁয়া (বাঘিনী)
দাংখা এংঘা (হরিণ)	মাইনি এংঘা (হরিণী)

১৩.১.২. পর প্রত্যয় যোগে :

	পুংলিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
আ-ঈ —	মোশা (মোসোমশাই)	মুশী (মাসিমা)
	ভেলটেংগা (বোকা ছেলে)	ভেলটেংগী (বোকা মেয়ে)
	আলটিয়া (সেবক)	আলটিয়ানী (সেবিকা)
	ভেলসা (বোকা লোক)	ভেলসী (বোকা মহিলা)
উ-আই —	আজু (ঠাকুরদা)	আজাই (ঠাকুরমা)
নু-ই —	আনু (স্ত্রীর দাদা)	বাই (স্ত্রীর দিদি)
আ-আই —	পিউসা (পিসেমশাই)	পিসাই (পিসিমা)
আ-এ —	জুয়া (শ্বশুর)	জুবে (শাশুড়ি)
আ-এ —	ইয়োলা (ভাই)	রিমে (বোন)
আ-এ —	হলুংগা (দেওর)	হলমে (ননদ)

১৩.২. নিত্য একক লিঙ্গের রূপ (Unique Gender form) :

ধিমাল ভাষায় এমন কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলির বিপরীত লিঙ্গের রূপ খুঁজে পাওয়া যায় নি। সেক্ষেত্রে নিত্য একক লিঙ্গের রূপ দেখা যায়। যেমন—

নিত্যপুংলিঙ্গ :

ডাংগুয়া (বিধবা মহিলার দ্বিতীয় ঘরজেয়া স্বামী।)

নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ :

জিলমাহ (সতীন)

চকরচালি/চেলচেলি/নোকলি (চঞ্চলা নারী)

নেহ্জিউ (গর্ভবতী)

১৩.৩. উভয় লিঙ্গের রূপ (Common Gender) :

ধিমাল ভাষায় বেশ কিছু ক্ষেত্রে উভয় লিঙ্গের রূপ লক্ষ করা যায়। সেক্ষেত্রে বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে স্ত্রীবাচক শব্দ ব্যবহার না করলে লিঙ্গভেদের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। যেমন—

বাংসা (অতিথি/আত্মীয়)

ডিয়াং (মানুষ)

ববই (জেঠা/জেঠি)

দোমি (আগন্তুক/বিদেশী/বিদেশিনী)

ধেরি (শত্রু)

দোসর (বন্ধু)

১৪. সর্বনাম :

বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহার করা হয় তাকে সর্বনাম পদ বলা হয়। David Crystal তাঁর ‘A first Dictionary of Linguistics and Phonetics’ গ্রন্থে সর্বনামের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন — “A term used in the Grammatical classification of words, referring to the closed sets of items which can be used to substitute for a noun phrase (or single noun)”^৮ অন্যদিকে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— ‘সর্ব অর্থাৎ সকলের নামের স্থলে ব্যবহৃত হয় বলিয়া “সর্বনাম” এই নামকরণ হইয়াছে।’^৯ ধিমাল ভাষায় যে সকল সর্বনাম পদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়, সেগুলি হল—

১. ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক সর্বনাম

২. প্রশ্নবাচক সর্বনাম

৩. নির্দেশক সর্বনাম

৪. অনির্দেশক সর্বনাম বা অনির্দিষ্টবাচক সর্বনাম

৫. সমষ্টিবাচক সর্বনাম

৬. আত্মবাচক সর্বনাম

৭. সাপেক্ষবাচক সর্বনাম

৮. পারস্পরিক সর্বনাম

ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে সর্বনামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। এছাড়াও সর্বনাম পদ একই শব্দের পুনরুল্লেখ দূর করে ভাষাকে প্রাঞ্জল করে তোলে।

১. ব্যক্তিব্যচক বা পুরুষবাচক সর্বনাম :

ধিমাল ভাষায় পুরুষভেদে ব্যক্তিব্যচক সর্বনাম তিন প্রকার। যেমন— ক. উত্তম পুরুষ, খ. মধ্যম পুরুষ, গ. প্রথম পুরুষ। এই তিন প্রকার সর্বনামের একবচন ও বহুবচনের প্রয়োগ একটি সারণির সাহায্যে তুলে ধরা হল—

ক. উত্তম পুরুষ

একবচন	বহুবচন
কা - আমি	কেলাই - আমরা
কেএং - আমাকে	কেলাকো - আমাদের
কাংকো - আমার	কেলাইকো - আমাদেরকে

খ. মধ্যম পুরুষ

একবচন	বহুবচন
না - তুমি/তুই	নেলাই - আপনি/আপনারা
নেএং - তোমাকে/তাকে	নেলাইকো - আপনাদেরকে
নাংকো - তোমার	নেলাকো - আপনাদের

গ. প্রথম পুরুষ

একবচন	বহুবচন
ওয়া - সে/তিনি/উনি	ওবলাই - তারা/ওরা
ওয়াকো - তার	ওবলাকো - তাদেরকে
ওয়েং - তাকে	ওবলাইকো - তাদের

ক. উত্তম পুরুষবাচক সর্বনাম (First Person) :

এখানে একবচনের ক্ষেত্রে কা, কেএং, কাংকো এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে কেলাই, কেলাকো, কেলাইকো ইত্যাদি প্রাতিপদিক (stem) হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন বিভক্তিব্যচক বিকিরণ

যোগ করে পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন —

প্রাতিপদিক বদ্ধরূপিম/মুক্তরূপিম + বদ্ধরূপিম (বিভক্তিবাচক বিকিরণ) = পদ			
একবচন	কা	—O	কা (আমি)
	কা	এং	কেএং (আমাকে)
	কা	ংকো	কাংকো (আমার)
বহুবচন	কেলাই	—O	কেলাই (আমরা)
	কেলা	কো	কেলাকো (আমাদের)
	কেলাই	কো	কেলাইকো (আমাদেরকে)

উত্তম পুরুষবাচক সর্বনামের বাক্যে ব্যবহার (First Person) :

- কাংকো কলম মাহাপাহিঘা (আমার কলমটি হারিয়ে গেছে।)
- কেলাই সোধায়দং হীমা হিগিলয়ে। (আমরা নিয়মিত সকালে হাটি।)
- কেএং খাংতেং খুকা ডিয়াং খিহি। (আমাকে দেখে চোরটি ভয়ে পালিয়ে গেল।)

খ. মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম (Second Person) :

এখানে সাধারণ ও সম্ভ্রমার্থে একই প্রাতিপদিক ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে একবচনে না, নেং, নাংকো, এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে নেলাই, নেলাকো, নেলাইকো ইত্যাদি প্রাতিপদিক (stem) হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন বিভক্তিবাচক বিকিরণ যোগ করে পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন—

প্রাতিপদিক বদ্ধরূপিম/মুক্তরূপিম + বদ্ধরূপিম (বিভক্তিবাচক বিকিরণ) = পদ			
একবচন	না	—O	না (তুমি)
	নে	এং	নেএং (তোমাকে)
	না	ংকো	নাংকো (তোমার)
বহুবচন	নেলাই	—O	নেলাই (আপনারা/আপনি)
	নেলা	কো	নেলাকো (তোমাদের/আপনাদের)
	নেলাই	কো	নেলাইকো (তোমাদেরকে)

মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম পদের বাক্যে ব্যবহার :

- না যেতাং হানানা ওতাং সফল জিয়ানা। (তুমি যেখানে যাবে সেখানেই সফল হবে।)
- নাংকোতা কাংকো এনং কাগজ ইহি। (তোমার কাছে আমার একটি বই আছে।)
- না হিসকা ইহিনা। (আপনি কেমন আছেন।)

গ. প্রথম পুরুষবাচক সর্বনাম (Third Person) :

এক্ষেত্রে একবচনে ওয়া, ওয়েং, ওয়াংকো এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে ওবলাই, ওবলাকো,

ওবলাইকো ইত্যাদি প্রাতিপদিক (stem) হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তিবাচক বিকিরণ যোগ করে পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন—

প্রাতিপদিক বন্ধরূপিম/মুক্তরূপিম + বন্ধরূপিম (বিভক্তিবাচক বিকিরণ) = পদ			
একবচন	ওয়া	—O	ওয়া (সে)
	ওয়া	এং	ওয়াং (তাকে)
	ওয়াকো	ংকো	ওয়াকো (তার)
বহুবচন	ওবলাই	—O	ওবলাই (তারা)
	ওবলা	কো	ওবলাকো (তাদের)
	ওবলাই	কো	ওবলাইকো (তাদেরকে)

প্রথম পুরুষবাচক সর্বনামের বাক্যে ব্যবহার :

- i) ওয়া সোধায়দং যু আমখে। (তিনি প্রত্যেক দিন মদ খান।)
- ii) ওয়া হেলা লাং? (সে কখন আসবে?)
- iii) আকবর ওয়াংকো রইতিয়েং মন্তা চাঘাহি। (আকবর তাঁর প্রজাদের ভালোবাসতেন।)
- iv) ওবলাই এতাং হইপালি? (ওরা এখানে কেন?)

২. প্রশ্নবাচক সর্বনাম :

ধিমাল ভাষায় প্রশ্ন বা কোন কিছু জানার জন্য সাধারণত 'হাসু' এবং 'হই' সর্বনাম পদ দুটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন হাসু? (কে?), হই? (কি?) এছাড়াও কারক বিভক্তি যোগ করে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নবাচক সর্বনাম গঠন করার রীতি প্রচলিত আছে। যেমন—

i) হাসু — কে

হাসুকো—কার

হাসু-সং—কার থেকে/কার সঙ্গে/কার কাছে

ii) হই — কি

হই-পালি—কেন

হেদে — কোনটি

প্রশ্নবাচক সর্বনাম পদের বাক্যে ব্যবহার :

- i) হাসু হিঘাহি কারকারকা পাপি? (কে ছিল এমন নির্ধূর পিশাচ?)
- ii) হাসুকো ইস্তং হুপ হইকেং সেতাং? (কার এত সাহস আমাকে মারবে?)

iii) হাই খাঙ্তেং না ভুলিনা? (কী দেখে তুমি ভুলে গেলে?)

iv) হাই হাই চাকা-আমকা চাহি? (কী কী খাবার খেয়েছে?)

v) হাসু হাসু ফেল জিহি? (কে কে ফেল করেছে?)

৩. নির্দেশক সর্বনাম পদ :

ধিমাল ভাষায় নির্দেশক সর্বনামের ক্ষেত্রে দু-ধরনের সর্বনামেরই ব্যবহার রয়েছে। যথা—
সামীপ্যবাচক এবং দূরত্ববাচক সর্বনাম।

ক. সামীপ্যবাচক সর্বনাম :

সামীপ্যবাচক সর্বনাম বোঝাতে একবচনে ইয়া (এ/ইনি), এডে (এই) এবং বহুবচনে
এবলাই (এরা), এডেগেলাই (এগুলি) ইত্যাদির প্রয়োগ দেখা যায়।

সামীপ্যবাচক সর্বনামের বাক্যে ব্যবহার :

i) এডে পিয়া সোধায়দং এতাং ঘাসে চাখে। (এই গরুটি রোজ এখানে চড়ে।)

ii) ইয়া এনং বারকা মা এলকা ডিয়াং। (এ একজন আস্ত বদমায়েশ।)

iii) ইয়া তে ইস্তং গিকা ডিয়াং। (ইনি তো খুব পণ্ডিত মানুষ।)

iv) এবলাই এতা হইপালি? (এরা এখানে কেন?)

v) এডে গেলাই দিংগিল পি। (এগুলি পাঠিয়ে দাও।)

খ. দূরত্ববাচক সর্বনাম :

দূরত্ববাচক সর্বনামে একবচনে ওডে (ঐ, ওটা), ওয়া (উনি) এবং বহুবচনে ওবলাই
(ওরা), ওডেগেলাই (ওগুলি) ইত্যাদির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এছাড়াও এই সর্বনামের কিছু কিছু
ক্ষেত্রে দ্বিত্ব প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন— ওয়া ওয়া (ওই ওই)।

দূরত্ববাচক সর্বনামের বাক্যে ব্যবহার :

i) ওবলাই চালি মা নিংখে (ওরা খেতে পায় না।)

ii) ওডে কেলাকে সা (ঐটি আমাদের বাড়ি।)

iii) ওয়া তো কেলাইকো তাইকো ডিয়াং (উনি তো আমাদেরই লোক।)

৪. অনির্দেশক সর্বনাম :

এই ধরনের সর্বনাম সরাসরি কোন কিছুকে নির্দেশ করে না, তবে মানুষ বা বস্তুকে এককভাবে
চিহ্নিত করে। যেমন— ধিমাল ভাষায় একবচনে হাসু (কেউ), হাসুকো (কারও) এবং বহুবচনেও
হাসু (কারা) ইত্যাদির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

অনির্দেশক সর্বনামের বাক্যে ব্যবহার :

i) হাসু হাসু দোখে তরাই মিং লোহি ফার্সি সঙ।

(কেউ কেউ বলে থাকেন তরাই নামটি এসেছে ফার্সি শব্দ থেকে।)

ii) হাসুকো দোপাবু কর্জা রাহ্কা মা হিয়াঁ। (কারো কাছে ঋণী থাকবে না।)

iii) ওতা হাসু ইয়ামতেং ইহি। (ওখানে কারা বসে আছে।)

মিশ্র অনির্দেশক সর্বনাম :

এক্ষেত্রে যে সমস্ত সর্বনামগুলি ব্যবহার হয় সেগুলির নিম্নরূপ —

আর হাসু — আর কেউ

আরও হাসু — অন্য কেউ

হাসু না হাসু — কেউ না কেউ

হাইদোং না হাইদোং — কিছু না কিছু

যাইদোং তাইদোং — যেমন তেমন

মিশ্র অনির্দেশক সর্বনামের বাক্যে ব্যবহার :

i) হাসু না হাসু লাং। (কেউ না কেউ আসবেই।)

ii) এডে জীউতা দেদংবু তাইদোং পালিংগোই। (এই জীবনের যা কিছু নিজেকেই করতে হবে।)

ii) হাইদোং না হাইদোং পালিংগোই। (কিছু না কিছু করতে হবে।)

৫. আত্মবাচক সর্বনাম :

ধিমাল ভাষায় আত্মবাচক সর্বনাম হিসাবে ‘তাইকো’ সর্বনামটি ব্যবহৃত হয়। ধিমাল ভাষায় এই ধরনের সর্বনামের ব্যবহার খুবই অল্প। বহুবচনে ‘তাইকো’ এর দ্বিগুণিত্তি করে প্রকাশ করা হয়। যেমন—

একবচন

বহুবচন

তাইকো (নিজে)

তা তাইকো (নিজে নিজে)

না (তুমি)

তাইদোং (স্বয়ং/নিজেকে)

আত্মবাচক সর্বনামের বাক্যে ব্যবহার :

i) প্রধান মন্ত্রী তাইদোং এডে কাথা পিঘা। (প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই কথা দিয়েছেন।)

ii) রাজা তাইকো খুইয়াউ রাজ্য শাসন পাখে। (রাজা নিজ বাহুবলে রাজ্য শাসন করেন।)

iii) সুনীল পরীক্ষাতা পাশ যেংতেং তাইদোং এং ধন্য পাহি।

(সুনীল পরীক্ষায় পাশ করে নিজেকে ধন্য মনে করছে।)

৬. সমষ্টিবাচক সর্বনাম :

ধিমাল ভাষায় সমষ্টিবাচক সর্বনাম হিসাবে ‘সুগমিং’, ‘গোটং’, ‘নেহ্মিদং’ ইত্যাদি সর্বনামগুলির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

সুগমিং — সকল/সবাই/সবার

গোটং/ঝাড়াং — সমগ্র

নেহ্মিদং — উভয়

সমষ্টিবাচক সর্বনামের বাক্যে ব্যবহার :

i) ধিমাল ঢেরাকো ডিয়াং সুগমিং গরীব। (ধিমাল বস্তির সকলেই গরীব।)

ii) খুকা আর সাধু এলাকো বেলা নেহ্মিদং এনং। (চোর এবং সাধু বর্তমান উভয়েই সমান।)

৭. সাপেক্ষবাচক সর্বনাম :

ধিমাল ভাষায় সাপেক্ষবাচক সর্বনাম হিসাবে ‘যেদং-কোদং’, ‘যাইদং-ওয়া’ ইত্যাদির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন—

যেদং-কোদং — যা-তা/যে-সে

যাইদং-ওয়া — যিনি-তিনি

সাপেক্ষবাচক সর্বনামের বাক্যে ব্যবহার :

i) নেলাকো দোপা যেদং রুহিঘা নানি ওদং পিলি লোহিঘা।

(তোমাদের কাছ থেকে যা নিয়েছি আজ তা ফেরত দিতে এসেছি।)

ii) যাইদং কেলাকো সং বারকা ওয়া সভাকো পুডিং জিয়াকো।

(যিনি আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ তিনিই সভাপতি হোন।)

৮. পারস্পরিক সর্বনাম :

ধিমাল ভাষায় পারস্পরিক সর্বনাম হিসাবে ‘তাইদোং’ সর্বনামটি ব্যবহৃত হয়।

পারস্পরিক সর্বনামের বাক্যে ব্যবহার :

i) রাঠেই তাইদোং-তাইদোং ভেসেরিতেং নোংহি। (পাহাড়টি আপনা-আপনি ধসে পড়েছে।)

১৫. বচন :

ধিমাল ভাষায় বচন দুই প্রকার— একবচন ও বহুবচন। পদের একত্ব বা বহুত্ব বোঝাতে বচনের ব্যবহার করা হয়। ধিমাল ভাষায় বিশেষ্য বা সর্বনাম শব্দের পরে বহুবচনাত্মক প্রত্যয় যোগ করে বহুবচনের অর্থ সূচিত হয়। কখনও বা বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের দ্বিরুক্তি দ্বারাও

বহুবচনের অর্থ নির্দেশিত হয়।

১৫.১. একবচন :

ধিমাল ভাষায় একবচন নির্দেশক বিভক্তি হ'ল 'ঠোই' যা প্রত্যয়ের মত পদান্তে বসে।
যেমন— পিয়াঠোই (গরুটি), ডিয়াংঠোই (মানুষটি) প্রভৃতি।

সংখ্যাবাচক শব্দে :

ধিমাল ভাষায় সংখ্যাবাচক শব্দে একবচন নির্দেশক বিভক্তি মানুষের ক্ষেত্রে 'মি' এবং অন্যান্য
ক্ষেত্রে 'লঙ্' ব্যবহৃত হয়। যেমন—

এলঙ্ ডালেং। (একটি ডাল।)

এমি (একজন)

এলঙ্ এলঙ্ পা চুমা। (একটা একটা করে আনো।)

এমি এমি পা হাসু। (একজন একজন করে যাও।)

এমি এমি পা লোসু। (এক এক করে এসো।)

১৫.২. বহুবচন :

বহুবচনের নির্দেশক বিভক্তি হল— 'গেলাই', 'কো', 'এং'। যেমন—

সে গেলাই (ফলগুলি)

ডিয়াং গেলাই (মানুষ গুলি)

পিয়া গেলাই (গরু গুলি)

ধাবা গেলাই (কাপড় গুলি)

সুগমিং :

বিশেষভাবে ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ও সম্বন্ধবাচক শব্দের সঙ্গে 'সুগমিং' এই ধরনের প্রত্যয়/শব্দ
যুক্ত হয়। যেমন—

ওবলাই + সুগমিং = ওবলাই সুগমিং (তারা সকলে)

নেলাই + সুগমিং = নেলাই সুগমিং (তোমরা সকলে)

ধিমাল ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যা বহুবচনার্থক অর্থ প্রকাশ করে। যেমন— ইস্তুং (অনেক),
হাঞ্জা (দল) ইত্যাদি।

দ্বিরুক্তিকরণ :

ধিমাল ভাষায় বিশেষ্য, সর্বনাম এবং বিশেষণ বাচক শব্দ দু-বার ব্যবহার করে বহুবচনের
অর্থ প্রকাশ করা হয়। যেমন—

ক) বিশেষ্য শব্দের দ্বিরুক্তিকরণ :

সা সাতা (ঘরে ঘরে)

ঢেরা ঢেরাতা (গ্রামে গ্রামে)

খ) সর্বনামের দ্বিরুক্তিকরণ :

হেদে হেদে (কোন্ কোন্)

হাই হাই (কি কি)

গ) বিশেষণের দ্বিরুক্তিকরণ :

নায়া নায়া (নতুন নতুন)

বারকা বারকা (বড় বড়)

সমষ্টিবাচক বিভিন্ন শব্দ পূর্বপদরূপে ব্যবহৃত হয়ে বহুবচনের রূপ গঠিত হয়। যেমন—
ঝারাং বাছার (সারা বছর), গোটেং দুনিয়া (সমগ্র দুনিয়া), গোটেং কাম (সমস্ত কাজ), গোটেং
বেহা (সমস্ত মাংস), গোটেং উংখু (সব চাল) ইত্যাদি।

সর্বনাম পদে 'লাই' বিভক্তি যোগেও বহুবচন নির্দেশিত হয়। যেমন— কেলাই (আমরা),
নেলাই (তোমরা), ওবলাই (ওরা) ইত্যাদি। কখনো কখনো সর্বনাম পদ দ্বিরুক্ত করেও বহুবচন
বোঝানো হয়। যেমন— হিসো হিসো হানিঘাহিনা? (কোথায় কোথায় গিয়েছিলে?), হাসু হাসু
লোহি? (কে কে এলো?)

১৫.৩. একবচনের পদ গঠন :

অন্ত্য প্রত্যয় যোগে—

মুক্তরূপিম + বদ্ধ রূপিম = পদ

ওয়ারাং + ঠৌই = ওয়ারাংঠৌই (বুড়টা)

আগুয়া + ঠৌই = আগুয়াঠৌই (ষাড়টি)

লিং + ঠৌই = লিংঠৌই (জমিটা)

কাম + ঠৌই = কামঠৌই (কাজটা)

পিয়া + ঠৌই = পিয়াঠৌই (গরুটি)

মুক্ত রূপিম + মুক্তরূপিম সহযোগে :

মূল রূপিমের পূর্বে একবচনবাচক রূপিম যোগ করেও একবচনের পদ গঠন করা হয়।

মুক্তরূপিম + শব্দ + মূলরূপিম = পদ

এনি + কো + দামা = এনিকো দামা। (এক দিনের রাস্তা।)

এনং + বেলাকো + কাম = এনং বেলাকো কাম। (এক বেলার কাজ।)

১৫.৪. বহুবচনের পদ গঠন :

অন্ত্য প্রত্যয় যোগে—

মুক্তরূপিম + বদ্ধরূপিম = পদ

ডিয়াং + গেলাই = ডিয়াং গেলাই (মানুষ গুলি)

লিং + গেলাই = লিংগেলাই (জমি গুলি)

উম + গেলাই = উমগেলাই (ধান গুলি)

খিয়া + গেলাই = খিয়া গেলাই (কুকুর গুলি)

এংঘা + গেলাই = এংঘা গেলাই (হরিণ গুলি)

বহুবচন বাচক মুক্তরূপিম যোগে :

বহুবচন বাচক —

মুক্তরূপিম + মূলরূপিম = পদ

ইস্ফং + বিলাইতি = ইস্ফং বিলাইতি (প্রচুর আলু)

ইস্ফং + ডিয়াং = ইস্ফং ডিয়াং (অনেক লোক)

ইস্ফং + সে = ইস্ফং সে (প্রচুর ফল)

ইস্ফং + চুংকা = ইস্ফং চুংকা (খুব শীত)

১৬. বিশেষ্যমূলক রূপিম :

ধিমাল ভাষায় বিশেষ্য মূলক রূপিমের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তিমূলক বদ্ধ রূপিম সংযুক্ত হয়ে বিশেষ্যমূলক রূপিম গঠিত হয়। এই ভাষায় বিশেষ্যমূলক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে ‘কো’ বদ্ধ রূপিম সংযুক্ত হয়ে পদ গঠিত হয়।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পাঁচ রকম বিশেষ্যের কথা বলেছেন— সামান্যবাচক, সংজ্ঞাবাচক, গুণ বা ভাববাচক, সমষ্টিবাচক এবং ক্রিয়াবাচক। এবার ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে ধিমাল ভাষায় বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ্যমূলক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে বদ্ধ রূপিম সংযুক্ত হয়ে যেভাবে পদ গঠন হয়, তার উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হল—

১৬.১ সামান্য বাচক বিশেষ্য :

মুক্ত রূপিম + বদ্ধ রূপিম = পদ

মিএগ + কো = মিএগকো (মুসলমানের)

হিন্দু + কো = হিন্দুকো (হিন্দুর)

হায়া + কো = হায়াকো (মাছের)

পিয়া + কো = পিয়াকো (গরুর)

১৬.২. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য :

মুক্ত রূপিম + বদ্ধ রূপিম = পদ

শিলিগুড়ি + কো = শিলিগুড়িকো (শিলিগুড়ির)

মেচি + কো = মেচিকো (মেচির)

প্রধান + কো = প্রধানকো (প্রধানের)

ধামি + কো = ধামিকো (পুরোহিতের)

১৬.৩. গুণ বা ভাববাচক বিশেষ্য :

মুক্ত রূপিম + বদ্ধ রূপিম = পদ

লেদের + কো = লেদেরকো (লেজ্জার)

দুখ + কো = দুখকো (দুঃখের)

১৬.৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য :

মুক্ত রূপিম + বদ্ধ রূপিম = পদ

হাঞ্জা + কো = হাঞ্জাকো (দলের)

কমিটি + কো = কমিটিকো (কমিটির)

১৬.৫. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য :

মুক্ত রূপিম + বদ্ধ রূপিম = পদ

চাকা + কো = চাকাকো (খাওয়ার)

১৭. সংখ্যাবাচক শব্দ :

ধিমাল ভাষায় সংখ্যাবাচক শব্দের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তবে এই ভাষায় পূরণবাচক (Ordinal) সংখ্যা দেখা যায় না। শুধুমাত্র সংখ্যাবাচক (Cardinal) সংখ্যা দেখা যায়। ধিমাল ভাষায় ১ থেকে ১০ পর্যন্ত যথাক্রমে নিম্নলিখিতভাবে গণনা করা হয়। যেমন—

এনঙ্ = এক ১	টু-লঙ্ = ছয় ৬
নেহ্নঙ্ = দুই ২	নি-লঙ্ = সাত ৭
সুম্নঙ্ = তিন ৩	গে-লঙ্ = আট ৮
দিয়ালঙ্ = চার ৪	কুয়া-লঙ্ = নয় ৯
না-লঙ্ = পাঁচ ৫	টে-লঙ্ = দশ ১০

দশ সংখ্যার পরে মূল সংখ্যার সঙ্গে এক থেকে নয় পর্যন্ত প্রত্যয় হিসাবে যুক্ত করে সংখ্যাবাচক

শব্দ গঠন করা হয়। যেমন—

সংখ্যা	বাংলা	ধিমাল গঠন প্রণালী	ধিমাল সংখ্যাবাচক শব্দ
১১	এগারো	$১০ + ১ = ১১$ টে + এ = টেএ	টেএ
১২	বারো	$১০ + ২ = ১২$ টে + নেহ্ = টেনেহ্	টেনেহ্
১৩	তের	$১০ + ৩ = ১৩$ টে + সুম = টেসুম	টেসুম
১৪	চৌদ্দ	$১০ + ৪ = ১৪$ টে + দিয়া = টেদিয়া	টেদিয়া
১৫	পনেরো	$১০ + ৫ = ১৫$ টে + না = টেনা	টেনা
১৬	ষোলো	$১০ + ৬ = ১৬$ টে + টু = টেটু	টেটু
১৭	সতেরো	$১০ + ৭ = ১৭$ টে + নিহি = টেনিহি	টেনিহি
১৮	আঠারো	$১০ + ৮ = ১৮$ টে + গে = টেগে	টেগে
১৯	উনিশ	$১০ + ৯ = ১৯$ টে + কুয়া = টেকুয়া	টেকুয়া
২০	কুড়ি	$১ \times ২০ = ২০$ এ x কুড়ি = একুড়ি	একুড়ি
২১	একুশ	$২০ + ১ = ২১$ একুড়ি + এ = একুড়ি এ	একুড়ি এ
২২	বাইশ	$২০ + ২ = ২২$ একুড়ি + নেহ্ = একুড়ি নেহ্	একুড়ি নেহ্
২৯	উনত্রিশ	$২০ + ৯ = ২৯$ একুড়ি + কুয়া = একুড়ি কুয়া	একুড়ি কুয়া

৩০	ত্রিশ	$২০ + ১০ = ৩০$ একুড়ি + টে = একুড়ি টে	একুড়িটে
৩১	একত্রিশ	$৩০ + ১ = ৩১$ একুড়িটে + এ = একুড়িটে এ	একুড়িটে এ
৩২	বত্রিশ	$৩০ + ২ = ৩২$ একুড়িটে + নেহ্ = একুড়িটে নেহে	একুড়িটে নেহে
৩৯	উনচল্লিশ	$৩০ + ৯ = ৩৯$ একুড়িটে + কুয়া = একুড়িটে কুয়া	একুড়িটে কুয়া
৪০	চল্লিশ	$২ \times ২০ = ৪০$ নেহ্ x কুড়ি = নেহ্কুড়ি	নেহ্কুড়ি
৫০	পঞ্চাশ	$৪০ + ১০ = ৫০$ নেহ্কুড়ি + টে = নেহ্কুড়িটে	নেহ্কুড়িটে
৬০	ষাট	$৩ \times ২০ = ৬০$ সুম x কুড়ি = সুমকুড়ি	সুমকুড়ি
৭০	সত্তর	$৬০ + ১০ = ৭০$ সুমকুড়ি + টে = সুমকুড়িটে	সুমকুড়িটে
৮০	আশি	$৪ \times ২০ = ৮০$ দিয়া x কুড়ি = দিয়াকুড়ি	দিয়াকুড়ি
৯০	নব্বই	$৮০ + ১০ = ৯০$ দিয়া + কুড়িটে = দিয়াকুড়িটে	দিয়াকুড়িটে
১০০	একশ	$৫ \times ২০ = ১০০$ না x কুড়ি = নাকুড়ি	না কুড়ি

১৮. শ্রেণী নির্দেশক (Classifier) শব্দের ক্ষেত্রে কোনভাবেই পূর্ব বা পর প্রত্যয় যুক্ত করা হয় না। যেমন ফসফট

মানুষের ক্ষেত্রে —

এমি ডিয়াং = একজন মানুষ।

দিয়ালঙ্ ডিয়াং = চারজন মানুষ।

জীবজন্তু পশুপাখির ক্ষেত্রে —

সুমনঙ্ পিয়া = তিনটি গরু
না-লঙ্ নারিয়া = পাঁচটি হাতি
নিহ্লঙ্ জিহা = সাতটি পাখি

টাকা বা গাছের ফলের ক্ষেত্রে —

নেহ্নঙ্ টাকা = দুই টাকা
ডিয়ালঙ্ সে = চারটি ফল
না-লঙ্ তোরষে = পাঁচটি আম

ঘরবাড়ি, বাঁশ ও কাঠের তৈরি জিনিসের ক্ষেত্রে —

এনঙ্ সা = একটি ঘর
এনঙ্ হালে = একটি লাঙল
এনঙ্ দুফে = একটি কুঠার
এনঙ্ টেবিল = একটি টেবিল

কাগজপত্র, কাপড় ইত্যাদির ক্ষেত্রে —

এনঙ্ কাগজ = একটি বই
এনঙ্ চিঠি = একটি চিঠি
এনঙ্ ধাবা = একটি কাপড়
নেহ্নঙ্ শাড়ি = দুটি শাড়ি
সুমনঙ্ লখন = তিনটি জামা

‘খণ্ড’ অর্থে ‘টুকরা’, ‘ঠুমা’ ব্যবহৃত হয়। যেমন —

দুই খণ্ড কাপড় = নেহ টুকুরা ধাবা
এক টুকুরা মাছ = এ ঠুমা হায়া
এক খণ্ড ভূমি = এ টুকুরা লিং

মানুষ এবং পশুর দল বোঝাতে ‘হাঞ্জা’ ব্যবহৃত হয়। যেমন— একদল পশু - এ হাঞ্জা গোদিঙ,
এক দল মানুষ— এ হাঞ্জা ডিয়াং।

১৯. অনুকার শব্দ :

ধিমাল ভাষায় চলিত বাংলার ন্যায় অনুকার শব্দ পাওয়া যায়। সমার্থক রূপিম যোগে এই
শ্রেণীর অনুকার শব্দ গঠিত হয়। অনেকে এই শব্দগুলিকে অনুকৃতি, অনুগামী, ‘Imitative Word’
বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জাতীয় অনুকার শব্দগুলিকে বলেছেন— ‘প্রভৃতিবাচক’ শব্দ।

ধিমাল ভাষায় ব্যবহৃত অনুকার শব্দগুলিকে এভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো যায়।

শব্দ	সম্ভাব্য বাংলা অর্থ	ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
পিয়া-সিয়া	গরু-টরু	শব্দের দ্বিতীয়াংশে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরিবর্তে অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি এসেছে। [প > স]
উংখু-সুংখু	চাউল-টাউল	স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনি প্রযুক্ত হয়েছে। [উ > সু]
হায়া-তয়া	মাছ-টাছ	সঘোষ ধ্বনি অঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। [হ > ত]
টিম্পা-টিম্পা	তাড়াতাড়ি	সমার্থক রূপিম যোগে তৈরি হয়েছে।
ইসো-উসো	এদিক ওদিক	আদ্য স্বরধ্বনির পরির্তন ঘটেছে। [ই > উ]
নারিয়া-টারিয়া	হাতি-টাতি	সঘোষ ধ্বনি অঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। [ন > ট]

২০. ধিমাল ভাষায় পশু-পাখির ডাক বা গর্জন অর্থে 'ইকা' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—

গাধাকো ঝুকাইকা = গাধার ডাক

পিয়াকো ডোডাইকা = গরুর ডাক

চমফেকো ধুইকা = ব্যাঙের ডাক

বায়হাঁকো গুনগুনাইকা = মৌমাছির গুঞ্জন

নারিয়াকো রিহুকাইকা = হাতির ডাক

বাদলেকো গিরগিরাইকা = মেঘের গর্জন

কাউএগাকো ধুইকা = কাকের ডাক

২১. যৌগিক শব্দ :

সমাসবদ্ধ পদ :

ধিমাল ভাষাতেও কিছু যৌগিক সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

সমাসবদ্ধ পদ	বিশ্লেষণ	অর্থ	মন্তব্য
হায়া-বেহা	হায়া ও বেহা	মাছ ও মাংস	দ্বন্দ্ব সমাস
চান-চামদি	চান ও চামদি	ছেলে ও মেয়ে	দ্বন্দ্ব সমাস
কাথা-বাতরা	কাথা ও বাতরা	কথা ও বার্তা	দ্বন্দ্ব সমাস
ধন-সম্পত্তি	ধন ও সম্পত্তি	ধন ও দৌলত	দ্বন্দ্ব সমাস

কাউরি-পাইসা	কাউরি ও পাইসা	টাকা ও পয়সা	দ্বন্দ্ব সমাস
নাতি-মাহোয়া	নাতির পর্যায়ে মাহোয়া	নাতজামাই	মধ্য কর্মধারয়
সিং-মিংকা	সিংকো মিংকা	গাছপাকা	তৎপুরুষ সমাস
সুম-পুড়িং	সুমপুড়িংকো সমাহার	তিন মাথার সমাহার	দ্বিগু সমাস
দিয়ালঙ-পুড়িং	দিয়ালঙ পুড়িংকো সমাহার	চার মাথার সমাহার	দ্বিগু সমাস

২২. শব্দ দ্বৈত :

খিমাল ভাষাতে শব্দদ্বৈত পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে কতকগুলি চলিত বাংলার মত আবার কতকগুলি পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন—

খিমাল ভাষায় ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত	অর্থ
টিম্পা টিম্পা	তাড়াতাড়ি
কিটিকিটিকা	অন্ধকার
টিপা টিপা	টপ টপ

এছাড়াও অন্যান্য ভাষার প্রভাবে বেশ কিছু শব্দদ্বৈত এসেছে যেগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন—

ক. সংযোগবাচক শব্দদ্বৈত :

মি মি = চোখে চোখে
কাথাতা কাথাতা = কথায় কথায়
ডিয়াং ডিয়াং = লোকে লোকে
নুই নুই = মুখে মুখে
মাঝা মাঝা = মধ্যে মধ্যে
খুই খুই = হাতে হাতে

খ. দীর্ঘকালীনতাবাচক শব্দদ্বৈত :

হাকাতাং হাকাতাং = যেতে যেতে
চাকাতাং চাকাতাং = খেতে খেতে
নেংতেং নেংতেং = হেসে হেসে

গ. দ্বিধা বা অসম্পূর্ণতার ভাববাচক শব্দদ্বৈত :

হানাংকা হানাংকা = যাব যাব
লোহ্কা লোহ্কা = উঠি উঠি

পাংকা পাংকা = করি করি

চাংকা চাংকা = খাব খাব

ঘ. এছাড়াও রয়েছে —

দোপা দোপা = সাথে সাথে

লেতা লেতা = তলে তলে

মনমনতা = মনে মনে

হেমেং হেমেং = পেটে পেটে

গোলোলো গোলোলো = গোল গোল

তথ্যসূত্র :

১. A. Nida Eugene : Morphology, Ann Arbor The University of Michigan, 1965, P. 07.
২. H.A (Jr.) Gleason : An Introduction to Descriptive Linguistics (Revised Edition), Mohan Primlani for Oxford of IBH Publishing Co. 66, Janpath, New Delhi-110001,1968, P. 51-53.
৩. David Crystal : A first Dictionary of Linguistics and Phonetics, December, 1978, Select Book Service Syndicate, New Delhi- 48, P. 232.
৪. ড. রামেশ্বর শ' : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, কোলকাতা, ১৪০৩, পৃ. ৩৫৯।
৫. H.A (Jr.) Gleason: An Introduction to Descriptive Linguistics (Revised Edition), Mohan Primlani for Oxford of IBH Publishing Co. 66, Janpath, New Delhi-110001, 1968, P.
৬. A. Nida Eugene : Morphology, Ann Arbor The University of Michigan, 1965, P. 07.
৭. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১৯৮৮, পৃ. ৩০৫-৩০৬।
৮. David Crystal : A first Dictionary of Linguistics and Phonetics, December, 1978, Select Book Service Syndicate, New Delhi- 48, P. 287.
৯. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১৯৮৮, পৃ. ২৭১-২৭২।

ধারায় খিমাল ভাষার বাক্যতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

১. পদসংস্থান :

চলিত বাংলার মতোই খিমাল ভাষাতেও পদ সংস্থান রীতিটি হল —

	কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া = (SOV)
	(S)	(O)	(V)
খিমাল =	কা	উম	চাংকা
বাংলা =	আমি	ভাত	খাব

১.১. কর্তৃবাচ্য :

কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষ্য কর্তৃপদ রূপে প্রথমে বসে, কর্ম ও ক্রিয়া এর পরে ক্রমান্বয়ে বসে। যেমন—

ক. খিমাল : পুলিশ খুকা এং রিমহি।

বাংলা : পুলিশ চোর ধরল।

খ. খিমাল : ভগবান দির কেএং দায়া হি।

বাংলা : ভগবান আমাকে দয়া করল।

১.১.১. কর্তৃপদ বিশেষ্য :

ক. খিমাল : কা নকশালবাড়ি হান্দিখা।

বাংলা : আমি নকশালবাড়ি যাচ্ছি।

খ. খিমাল : পিয়াঠোই বেজান এং টিহি।

বাংলা : গরুটি মেয়েটিকে গুঁতো মেরেছে।

গ. খিমাল : ওয়ারাং ডিয়াংঠোই কেলাকো কাথা দোহি।

বাংলা : বুড়ো মানুষটা আমাদের কথাটা বলল।

ঘ. খিমাল : কেলাকো ইস্তং তোরষে ইহি।

বাংলা : আমাদের অনেক আম আছে।

১.১.২. কর্তৃপদ বিশেষণ :

ক. খিমাল : জুং বেজুংতো খাংলি গোই।

বাংলা : সুবিধা অসুবিধাগুলো দেখতে হবে।

১.১.৩. কর্তৃপদ ক্রিয়া বিশেষ্য :

ক. খিমাল : নিন্ধা এলকাং জিহি।

- বাংলা : ঘুমটা ভালই হল।
- খ. ধিমাল : মাকাইগেলাই বিষ্টু ডিংগিল পিহি।
- বাংলা : ভুটাগুলোকে বিষ্টু পাঠিয়েছে।
- গ. ধিমাল : ওয়েং কা কাহিঘা।
- বাংলা : ওকে আমি ডেকেছি।
- ঘ. ধিমাল : পিয়া এং কা রিমঘা।
- বাংলা : গরুটা আমি ধরেছি।

১.২. কর্মবাচ্য :

- ক. ধিমাল : খুকা পুলিশ সঙ্ রিমনেং চাহি।
- বাংলা : চোর পুলিশের দ্বারা ধরা পড়ল।
- খ. ধিমাল : কা ভগবান দির সঙ্ দায়া নেং চাহিঘা।
- বাংলা : আমি ভগবানের দ্বারা অনুগ্রহীত হলাম।
- গ. ধিমাল : খুকা গেলাই ডিয়াংকো ডাঙঘাই চাঙ্।
- বাংলা : চোরগুলো মানুষের মার খাবেই।
- ঘ. ধিমাল : মেছা এং হাই গোদিংঠোই সেহি।
- বাংলা : ছাগলটাকে কোন জন্তু মেরেছে।

২. সর্বনাম পদের ব্যবহার রীতি :

ধিমাল ভাষাতেও চলিত বাংলা ভাষার মত বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য বা বাক্যাংশের পরিবর্তে সর্বনাম পদের ব্যবহার হয়। সর্বনাম পদে পুরুষ ভেদে নানা রূপবৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ধিমাল ভাষায় উত্তম পুরুষ হিসেবে কা (আমি), কেএং (আমাকে), কাংকো (আমার), কেলাই (আমরা), কেলাকো (আমাদের), কেলাইকো (আমাদেরকে) ইত্যাদির ব্যবহার রয়েছে। মধ্যম পুরুষ হিসেবে না (তুমি), নেএং (তোমাকে), নাংকো (তোমার), নেলাই (তোমরা/আপনারা), নেলাকো (তোমাদের/আপনাদের), নেলাইকো (তোমাদেরকে/আপনাদেরকে) ইত্যাদির ব্যবহার আছে এবং প্রথম পুরুষ হিসেবে ওয়া (সে), ওয়েং (তার), ওকো (তাকে), ওবলাই (তারা), ওবলাকো (তাদের), ওবলাইকো (তাদেরকে) ইত্যাদির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

৩. বিশেষণ পদের ব্যবহার রীতি :

ধিমাল ভাষায় বিশেষ্যের বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণের ব্যবহার রয়েছে। এগুলি যথাক্রমে বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে। এছাড়াও বিশেষ্যের বিশেষণ এবং বিশেষণ স্থানীয়, ক্রিয়া-

বিশেষণ স্থানীয়, অনির্দিষ্টতাবাচক, নির্দিষ্টতাবাচক, অবস্থাবাচক, উপাদানবাচক, পরিমাণবাচক, গুণবাচক, সর্বনামজাত, সংখ্যাবাচক, ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ সহ অন্যান্য ক্রিয়া-বিশেষণের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

৩.১ বিশেষণ স্থানীয় :

ক. ঝারঝারকা ওয়াই (ঝিরঝিরে বৃষ্টি।)

খ. ইস্তং ফুচকা (অসংখ্য গ্রন্থি।)

৩.২. ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় :

ক. জবরজোস্তি পাকা। (জোর করে করা।)

খ. জবরজোস্তি চাকা। (জোর করে খাওয়া।)

৩.৩. বিশেষ্যের বিশেষণ :

ক. মিৎকা দামসেঠোই পিয়ানা। (পাকা কাঁঠালটা দিও।)

খ. জেকা মেছা এং দিপি। (সাদা ছাগলটাকে তাড়িয়ে দাও।)

গ. রঞ্জিয়া খুবেং চিমঠা ডিয়াং। (রঞ্জিয়া খুব কৃপণ লোক।)

৩.৪. অনির্দিষ্টতাবাচক বিশেষণ :

ক. হিদোং ডিয়াং এতা মা হিহিখে। (কোন মানুষ এখানে থাকে না।)

খ. আতুইসা কাউরি খিল্লি পি। (কিছু টাকা ধার দাও।)

গ. আতুইসা গিহ্কা ইহি। (কয়েকটা বিষয় জানবার আছে।)

৩.৫. নির্দিষ্টতাবাচক বিশেষণ :

ক. ওডে ডিয়াং এং নালতেং তা। (এই মানুষটাকে চিনে রাখ।)

খ. এডে কাম পালিগোই। (এই কাজটা করতে হবে।)

গ. ওডে দিন কা ফম মা মাহ্‌পাংকা। (সেই দিনটা আমি ভুলব না।)

৩.৬. অবস্থাবাচক বিশেষণ :

ক. বেলা ডুবিকা বেলা কা ঘুরিতেং লোহিঘা। (পড়ন্ত বেলায় আমি ফিরে এলাম।)

খ. দুইকা চিতা খুই মাপি। (ফুটন্ত জলে হাত দিয়ো না।)

গ. তোইকা সিংতা মা হিলানা। (ঝুলন্ত গাছে দোল খেয়ো না।)

৩.৭. উপাদানবাচক বিশেষণ :

ক. ভোনোইকা মূর্তি বনাই। (মাটির প্রতিমা তৈরি কর।)

খ. ছাইনিকো সন্দেশ বেসাইতি চাংকা। (ছানার সন্দেশ খাব।)

গ. খুটাংকো অঁয়হা চোলতেং চুমাং। (কাঠের ঘোড়া কিনে আনবে।)

৩.৮. পরিমাণবাচক বিশেষণ :

ক. আতুইসা উংখু পি। (অল্প চাল দাও।)

খ. মুহুইকা লখন হুংনা হাপালি। (ছোট জামা পড়েছ কেন?)

গ. ওয়ারাং ডিয়াং মি আতুইপা খাংখে। (বুড়ো মানুষ চোখে কম দেখে।)

৩.৯. গুণবাচক বিশেষণ :

ক. হাই এলকা দোকা, নামপা হেলাবু মা খাংঘা। (অপূর্ব দৃশ্য, আগে কখনো দেখি নি।)

খ. এলকা বুদ্ধি ভাইকা ওয়াজান গেলাই পরীক্ষাতা এলকা পাখে।

(মেধাবী ছেলেরা পরীক্ষায় ভাল ফল করে।)

গ. রেমকা বেজানকো টিম্পা বেহাউ জেংখে। (সুন্দরী মেয়ের তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়।)

ঘ. জোল্হা ডিয়াং সোধায়দং ঠকিয়ে। (বোকা লোক সব সময় ঠকে।)

৩.১০. সর্বনাম জাত বিশেষণ :

ক. জিজুকং মন রুংলি ডানা। (যত খুশি নিতে পার।)

খ. জিসকা কাম উসকাং ফল। (যেমন কর্ম তেমনি ফল।)

গ. হিসকা থানেতা চুমাহিনা। (কেমন জায়গায় নিয়ে এলে।)

৩.১১. বিশেষণের বিশেষণ :

ক. ইস্তং এলকা ঘটনা। (ভারি মজাদার ঘটনা।)

খ. ইস্তং লেদেরচাকা ঘটনা। (খুব লজ্জাজনক ঘটনা।)

গ. খুবেং এলকা ডিয়াং কিষ্ট। (কিষ্ট ছেলোটি বড় ভালো।)

৩.১২. সংখ্যাবাচক বিশেষণ :

ক. টেমি ডিয়াং। (দশজন লোক।)

খ. এ কেজি দুধে। (এক কেজি দুধ।)

গ. নিহি কিলোমিটার দামা। (সাত কিলোমিটার পথ।)

৩.১৩. ক্রিয়াবিশেষণ :

ক. টিম্পা টিম্পা টিসু। (তাড়াতাড়ি চলো।)

খ. রেমপা কামঠোই পা। (ভালো করে কাজটি কর।)

গ. ধিস ধিস পা ওয়াই লোখে। (মুখলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে।)

ঘ. আস্তে আস্তে পা হিগিল। (আস্তে আস্তে হাঁটো।)

৩.১৪. একপদী বিশেষণ :

- ক. মিহিকা লখন। (ছোট জামা)
খ. বারকা সিং। (বড় গাছ।)
গ. মা এল্কা ডিয়াং। (মন্দ লোক।)
ঘ. চালাক ওয়াজান। (চালাক ছেলে।)

৩.১৫. বহুপদী বিশেষণ :

- ক. নেংকা নেংকা রাহিতা ওয়া লোহি। (হাসি হাসি মুখে সে এল।)
খ. মুঠি মুঠি চাকা ওয়া চালি ডোংখে। (মুঠো মুঠো খাবার সে খেতে পারে।)

৩.১৬. ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ :

- ক. বিকাশকো খুক্ খুক্কা সুসুখে। (বিকাশের খুক খুকে কাশি হয়েছে।)
খ. বাদলে গুরুগুরুইখে। (গুরুং গুরুং মেঘ ডাকছে।)
গ. কালেং কুহ্কহ্ ধুইখে। (কুহ্ কুহ্ কোকিল ডাকে।)

৩.১৭. শব্দ দ্বৈতায়ী বিশেষণ :

- ক. থৈ থৈপা চি ভরিহি। (থই থই জলে ভরে গেছে।)

৩.১৮. পদান্তরিত বিশেষণ :

- ক. ঝারবাড়িকো গোদিং সিংচাইতেং তালিগোই। (বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা দরকার।)
খ. ধিমালগেলাই এলা শারদীয় পার্বাতা মাহি।
(ধিমালরাও এখন শারদীয় উৎসবে মেতে উঠেছে।)

৩.১৯. পরিচায়ক বিশেষণ :

- ক. গর্জন ধিমাল এবং নানি ইস্তং ডিয়াং নালখে। (গর্জন ধিমালকে আজ অনেকেই চেনে।)
খ. মহাত্মা গান্ধী জাতিয়া আবা। (মহাত্মা গান্ধী জাতির পিতা।)

৩.২০. প্রশ্নবাচক বিশেষণ :

- ক. হাই ব্যাপার, ইজুকো দিন হেতা হিঘাহিনা? (কী ব্যাপার, এতদিন কোথায় ছিলে?)
খ. হেদে বেলাকো কাথা দেখেনা? (কোন সময়কার কথা বলছ?)
গ. হেলাকো কাথা, কোলাবু ওডে কাথা ফম লোখে।
(কবেকার কথা, তবু সবকিছু ঠিক ঠিক মনে পড়ে।)

৪. অব্যয় পদের ব্যবহার রীতি :

- ধিমাল ভাষায় অব্যয় পদ রূপে কোলাবু, হেলাবু, যেসাং, ওসাং, যেদং, ওদোং, আর, হাই,

কি, কোলা, আচুকাং, তে, ওই, কি, ভাইকা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন—

৪.১. সম্বন্ধ বাচক অব্যয় :

৪.১.১. সংযোজক/বিয়োজক অব্যয় :

ক. না আরো কা ওতা হানাংগে। (তুমি আর আমি সেখানে যাব।)

খ. তপু মা খাংতেং কবিতা দোহি আর রত্ন লে লেহি।

(তপু আবৃত্তি করল আর রত্ন গান গাইল।)

গ. গর্জন মল্লিক, ধিমাল কোলাবু বাংলাকো নাহাপু।

(গর্জন মল্লিক ধিমাল তথা বাংলার গৌরব।)

ঘ. অবিরল আর রত্ন গর্জন মল্লিককো নেহ্নং চান।

(অবিরল ও রত্ন গর্জন মল্লিকের দুই ছেলে।)

৪.১.২. আবেগসূচক অব্যয় :

ক. হাউ হেঠেকা বারকা পুইহা! (ওরে বাবা কত বড় সাপ!)

খ. হাউ আরে বা হেঠেকা দামসে! (বাপরে বাপ! এতবড় কাঁঠাল!)

গ. কোলাবু, এডে খবর নামপাং নেনুং এলকা জিং দোং।

(তাই তো, খবরটা আগে পেলে ভাল হত।)

৪.১.৩. আলংকারিক অব্যয় :

ক. ওয়া তে নেংতেং সিখি। (সে তো হেসেই খুন।)

খ. না তে কমালকো চান। (তুমি না রাজবংশী ছেলে।)

গ. নেলাই তে হাসু। (কে বটেন আপনি।)

৪.১.৪. সম্বোধন সূচক অব্যয় :

ক. ওই হিংখেনা। (ওগো শুনছ।)

খ. ওই ওবাবু কাংকো কাথা হিং। (ওরে ছেলে আমার কথা শোন।)

৪.১.৫. সাদৃশ্যসূচক অব্যয় :

ক. নাংকো যেসা চাঁর ভাইকা জিহি। (তোর যেমন ভূতের মতন চেহারা হয়েছে।)

খ. তোরষেঠোই যুয়ুংগাই ভাইকা রং।

(আমটি যেন কাঁচা হলুদের মতন রঙ।)

গ. বেজানঠোই নারিয়া ভাইকা মোটাকা। (মেয়েটি হাতির ন্যায় মোটা।)

৪.১.৬. প্রশ্নসূচক অব্যয় :

- ক. খুকা কি রিমনেং চাহি? (চোর কি ধরা পড়ল?)
খ. হইপালি হানাংকা? মা হানাংকা। (কেন যাবো? যাবো না।)
গ. না কি মালবরকো চান? (তুমি নাকি মালবর বাবুর ছেলে?)

৪.১.৭. অসম্মতিসূচক অব্যয় :

- ক. মাকো, নাংকা কাথা ঠিক মাকো। (না, তোমার কথা ঠিক নয়।)
খ. কাংকো মনতা তুকা মানথু। (আমার মনে দুঃখ নেই।)
গ. কা এডে কাম হেলাবু মা পাংগা। (আমি একাজ কখনই করব না।)

৪.১.৮. সম্মতিসূচক অব্যয় :

- ক. এই, কা নেং নালখা। (হ্যাঁ, আমি তোমাকে চিনি।)
খ. না যেদং দোতানা ওদোং জিয়াং। (আপনি যা বলবেন তাই হবে।)
গ. মাহু কা লাংকা। (আচ্ছা আমি আসব।)

৪.১.৯. সংশয়সূচক অব্যয় :

- ক. ওয়াজানঠোই কি বিমলকো ইয়োলা। (ছেলেটা নাকি বিমলের ভাই।)
খ. নুহুসো ওয়া লোলি ডাং কোলা ডিম্পা পালিগোইখে।
(পাছে সে এসে পড়ে তাই তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে।)
গ. মোহন এডে বেলাতা লোলিতেংলি ডাং। (মোহন বুঝি এতক্ষণে এসে থাকবে।)

৪.১.১০. সাপেক্ষ শব্দ জোড় :

- ক. যেসাং ঋমা জিহি, ওসাং ওবলাই সিতা হানিহি।
(যেই সকাল হল, অমনি তারা বাড়ি গেল।)
খ. ওয়া লোনু, কা হানাংকা। (যদি সে আসে তবে আমি যাব।)
গ. ওয়া হানাং, কি কা হানাংকা। (হয় সে যাবে, নয় আমি যাব।)

৪.১.১১. নিত্য সম্প্রদায় অব্যয় :

- ক. যেসাং দান পিয়াং ওসাং বারিয়াঁ। (যত দান করবে, ততই বাড়বে।)
খ. জিসকা কামকো উস্কাং ফল। (যেমন কর্ম তেমনি ফল।)

৪.১.১২. ক্রিয়া বিশেষণবাচক অব্যয় :

- ক. বসতা হান্দিকা বেলা আচুকাং ওকো দোপা দুসুইঘা।
(বাসে যাওয়ার সময় হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হল।)

খ. শোককো মে সোধায় তিমে কাংকো টুম্ধাতা।

(শোকের আগুন সদা জ্বলছে আমার বুকে।)

গ. আচুকাং খাংঘা দিনতা তালি লোহ্হি।

(সহসা দেখি আকাশে চাঁদ উঠেছে।)

৫. বাক্যের গঠনগত শ্রেণী বিভাগ :

গঠনগত দিক থেকে ধিমাল ভাষাতেও চলিত বাংলার মতো সরল, জটিল, যৌগিক - এই তিনপ্রকার বাক্যের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

৫.১. সরল বাক্য :

ধিমাল ভাষায় যথেষ্ট সরল বাক্যের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সরল বাক্যগুলি সাধারণত আকারে সংক্ষিপ্ত এবং সাকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া যুক্ত হয়। যেমন—

৫.১.১. অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত সরল বাক্যের ব্যবহার নিম্নরূপ :

ক. ওয়া এমি ওয়ারাং। (তিনি একজন বৃদ্ধ।)

খ. অমল এলকা পরিকা ওয়াজান হিঘাহি। (অমল ভালো ছাত্র ছিল।)

গ. সোধায়দং মাতিংবাড়ি কাথা দোতাং। (সদা সত্য কথা বলবে।)

গ. ওয়া সোধায়দং বারবাড়ি হান্দিখে। (সে রোজ জঙ্গলে যায়।)

৫.২. জটিল বাক্য :

ধিমাল ভাষায় জটিল বাক্যেরও যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। এখানে সংযোগ ও নির্ভরশীলতা নির্দেশক শব্দরূপে ‘যেলা-কোলা’, ‘যেতাং-কোতাং’, ‘যেদং-কোদোং’, কোলা, ‘কোলাবু’ ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়। যেমন—

ক. ওয়া লোনু কা হানাংকা। (সে এলে আমি যাব।)

খ. ওয়া হান্দিনু কা লাংকা। (সে গেলে আমি আসব।)

গ. না চানু ওয়া চাং। (তুমি খেলে সে খাবে।)

ঘ. ওয়া চানুবু কা মা চাংকা। (সে খেলেও আমি খাব না।)

ঙ. যেদং ডিয়াং ঠোই যুমনি দোঘাহি ওয়া কাংকো সানাইতি।

(যে লোকটি বসতে বলেছে তিনি আমার বন্ধু।)

ক. যেলা-কোলা (যখন-তখন)

১. না যেলা হানানা কোলা কা মা হানাংকা। (তুমি যখন যাবে তখন আমি যাব না।)

২. না যেলা হানানা কোলা কাবু হানাংকা। (তুমি যখন যাবে তখন আমিও যাব।)

৩. যেলা কা চাঘাহিঘা কোলাং ওয়া লোহি। (যখন আমি খাচ্ছিলাম তখনি সে এল।)

খ. যেতাং-ওতাং (যেখানে-সেখানে।)

১. নন্দু যেতাং-কোতাং মা হিখে। (নন্দু যেখানে সেখানে থাকে না।)

২. না যেতাং ইহিনা ওতাং হি। (তুমি যেখানে আছ সেখানে থাক।)

৩. যেতা ওয়া মা এলকা পাহি ওতা ওয়েং ডঙ নেংলিগেই।

(যেখানে সে অন্যায় করেছে, সেখানে তাকে শাস্তি পেতে হবে।)

গ. যেসা-কোসা (যে-সে)।

১. হরদেব যেসা-কোসা ওয়াজান মাকো। (হরদেব যে সে ছেলে নয়।)

ঘ. যেদং-ওদোং (যে-সে)

১. কা যেদং ভুল পাহিঘা ওদোং ভুল না মা পা।

(আমি যে ভুল করেছি, সে ভুল তুমি করো না।)

ঙ. কোলা-কাবু (যদি-আমিও)

১. না মা হানিনু কোলা-কাবু মা হানাংকা। (যদি তুমি না যাও তাহলে আমিও যাব না।)

চ. কোলা (কিন্তু)

১. কা ওয়েং কাউরি পিয়াংকা কোলা ওকো নাম্পা ওয়েং পিলি দোপি উম্ পিলি।

(আমি ওকে টাকা দেব কিন্তু তার আগে ওকে ধান দিতে বলবে।)

৬. যৌগিক বাক্য :

ধিমাল ভাষায় সরল ও জটিল বাক্যের যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও অনেক সময় কোন কিছু বর্ণনা বা বিবৃত করতে গিয়ে যৌগিক বাক্যের ব্যবহার হয়ে থাকে। সাধারণত দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোজক অব্যয় রূপে কোলাবু, কোলা, ওদোং-ভাসিং, আর, জিংনুবু ইত্যাদি অব্যয় বাচক শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

ক. কোলাবু (অথচ)

১. দিনতা বাদলে মানথু, কোলাবু ওয়াই নোংখে। (আকাশে মেঘ নেই অথচ জল পড়ছে।)

খ. কোলাবু (কিন্তু)

১. ওয়াং সাতাং ইহি কোলাবু বিচারতা হালি মা ডাং।

(তিনি বাড়িতেই আছেন কিন্তু বিচারে যেতে পারবেন না।)

২. ঝোরাতা ইস্তং হয়া হিঘাহি কোলাবু জালে মানথু ঘাহি।

(নদীতে অনেক মাছ ছিল কিন্তু জাল ছিল না।)

গ. ওদোং-ভাসি (সে জন্য)

১. নামপা জিনিসকো ইজুকোং দাম মা হিঘাহি, ওদোং-ভাসি গরীব ধিমালগেলাই ওডে চল্লি ডোংঘাহি। (আগে জিনিসের এত দাম ছিল না, সে জন্য গরীব ধিমালেরা সেগুলি কিনতে পারত।)

ঘ. কোলাবু (তাহলে/তবু)

১. ওকো কাউরিকো অভাব মানথু, কোলাবু ওয়া হাসু এংবু মা পিয়াং।
(ওনার টাকার অভাব নেই, তবুও তিনি কাউকে দেবেন না।)
২. ওবলাই তো মা লাং, কোলা যুমতেং হিনু হই লাভ জিয়াং।
(ওরা তো আসবে না, তবে বসে থেকে লাভ কি হবে।)

ঙ. আর (আর)

১. কা হান্দিখা, আর না হেলা হানিয়ানা। (আমি যাচ্ছি, আর তুই কখন যাবি।)

চ. জিংনুবু (হলেও)

১. ধিমাল গেলাই আদিবাসী জনজাতি জেংনুবু সরকারসং জনজাতি স্বীকৃতি মা নেংহি।
(ধিমালরা আদিবাসী জনজাতি হলেও সরকারীভাবে জনজাতির স্বীকৃতি পায় নি।)

৭. বাক্যের ভাবগত শ্রেণীবিভাগ :

চলিত বাংলার মতই ভাবগত দিক থেকে ধিমাল ভাষাতে নির্দেশ সূচক, প্রশ্নাত্মক, অনুজ্ঞাবাচক, ইচ্ছাবাচক, সন্দেহবাচক, আবেগবাচক, শর্তসাপেক্ষ ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন—

৭.১. নির্দেশসূচক বাক্য :

৭.১.১. সদর্থক বাক্য :

ক. কেলাকো সাতা বাংসাগেলাই লোহি। (আমাদের বাড়িতে আত্মীয় এসেছে।)

খ. ওয়া, কেএং একুড়ি ডিংগিল পিহি। (সে আমাকে একশ টাকা পাঠিয়েছে।)

৭.১.২. নঞর্থক বাক্য :

ক. এডে কামকা মি আও খাংলি মা ডাংকা। (এ কাজ আমি চোখে দেখতে পারব না।)

খ. ওয়া ভাণ্ডিকা কাথা দোখে, ওয়েং হাসুবু মা সাতাং।

(সে মিথ্যা কথা বলছে, তাকে কেউ বিশ্বাস করো না।)

৭.২. প্রশ্নাত্মক বাক্য :

৬.২.১. সর্বনাম সাপেক্ষ :

- ক. কাথাঠোই হাসু দোহি? (কথাটা কে বলল?)
- খ. হিসো হানিয়ানা রে? (কোথায় যাবি রে?)
- গ. শিশির হেদে বিতি হান্দিহি? (শিশির কোন দিকে গেছে?)
- ঘ. ওয়া হেলা হানাবু? (সে কখন যাবে?)
- ঙ. হাইপালি? হাইকো ভাসিং কা হানাংকা? (কেন? কি জন্য আমি যাব?)
- চ. হেসা দুল্হা সাজি সাহি? (কেমন বর সেজেছে হে?)

৬.২.২. সর্বনাম নিরপেক্ষ :

- ক. হাসু এং মা দোতানা, দো? (কাউকে বলবে না, বলো?)
- খ. ও মেংখাও না কাংকো মাহোয়াকো থালি সংহায়া চুমতেং হান্দিনা?
(ওরে বিড়াল তুই আমার জামাই-এর থালা থেকে মাছ নিয়ে পালালি?)

৬.৩ অনুষ্ঠাবাচক বাক্য :

৬.৩.১. বর্তমান কাল :

- ক. কামঠোই এলাং পা। (কাজটা এখনি কর।)
- খ. সিকা পাহি। (চুপ কর।)

৬.৩.২. ভবিষ্যৎ কাল :

- ক. জুমনি হানে। (কালকে যেও।)
- খ. নেলাই য়ুমসু। (আপনি বসেন।)
- গ. নেলাই দোসু। (আপনি বলেন।)
- ঘ. না পা। (তুমি করো।)

৬.৪. ইচ্ছাবাচক বাক্য :

- ক. শয়তানকো এডং চাকা মেসা হেইকা চাকা জিয়াং।
(শয়তানের এই খাওয়াই যেন শেষ খাওয়া হয়।)
- খ. নাংকো এলকা জিয়াকো। (তোমার কল্যাণ হোক।)
- গ. ওডে লাহ্চিকা দিনা যেসা ঘুরিতেং মা লাকো।
(সেই ভয়ঙ্কর দিন যেন আর ফিরে না আসে।)

৬.৫. সন্দেহবাচক বাক্য :

- ক. ডিয়াংঠোই বয়ড়া না হাই, কাথাকো উতার হাইপালি মা পিখে?

(লোকটা কালা নাকি, কথার উত্তর দেয় না কেন?)

খ. দাদা যেনে টাউনতা হানিহি। (দাদা বোধ হয় শহরে গিয়েছেন।)

গ. মাকোঃ আরও হাসুবু এথেসা নিহিশিন্তা মা লাং।

(নাঃ আর কেউ এত রাতে আসবে না।)

৬.৬. আবেগবাচক বাক্য :

ক. ছিঃ! ছিঃ! নাংকো নুইতা ওডে কাথা মা শোভাইখে।

(ছিঃ! ছিঃ! তোমার মুখে ওকথা মানায় না।)

খ. ওহো কেলাকো হাঞ্জা সুম গোলতা জিতিহি।

(ওহো আমাদের দল তিন গোলে জিতেছে।)

গ. হাউ হাউ! খাংঘা হেলাবু ফম মা মাহাপাংকা।

(আহা! কী দেখলাম কোন দিন ভুলব না।)

৬.৭. শর্তসাপেক্ষ বাক্য :

ক. না বেলাতা লোনু কা হাদোংকা।

(তুমি সময়মত আসলে আমি যেতে পারতাম।)

খ. এলপা সং পড়হিনু সাচিবারিং পাশ জিয়ানা।

(ভালো করে পড়লে নিশ্চয় পাশ করবে।)

গ. কাউরি নেংনু কজ্জা তিরিয়াংকা। (টাকা পেলে, ধার মিটিয়ে দেব।)

৮. উক্তি—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ :

ধিমাল ভাষাতেও চলিত বাংলার মত উক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই রীতির ব্যবহার রয়েছে। কোন কিছুর বর্ণনা বা বিবৃতিতে অথবা লোককথার কাহিনীতে পরোক্ষ বাক্যের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশি। পরোক্ষ বাক্যে অতীত ও ভবিষ্যৎকালে বক্তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সর্বনাম পদ এবং ক্রিয়াপদের পরিবর্তন করে থাকে, তবে সর্বনাম পদ অনুযায়ী নয়, ক্রিয়াপদ অনুযায়ী ক্রিয়ার সঙ্গে পরপ্রত্যয় (Suffix) যুক্ত হয়। যেমন—

৮.১. প্রত্যক্ষ বাক্য :

ক. নিশান দোহি কা জুমনি মাকাই চুমতেং হানাংকা।

(নিশান বলল আমি কাল ভূটা নিয়ে যাব।)

খ. ওয়া দোহি, কাংকো ভাসিং হাসু এংবু ভাবনা পালি মাগোই।

(সে বলেছে, আমার জন্য কাউকে ভাবতে হবে না।)

৮.২ পরোক্ষ বাক্য :

ক. নিতাই দোহি ওয়া জুমনি হনাং। (নিতাই বলল, সে কাল যাবে।)

খ. হাউ হাউ কদুকো ইজুকোং দাম রঙ্কাং। (ওরে বাবা লাউটির এত দাম নিবে।)

৯. বাচ্য :

ধিমাল ভাষাতে চলিত বাংলার মত কর্তৃ, কর্ম ও ভাববাচ্য - এই তিনপ্রকার বাচ্যের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

৯.১. কর্তৃবাচ্য :

ক. কা ওতাং চাহিঘা। (আমি সেখানে খেয়ে নিয়েছি।)

খ. আচুকাং কাংকো মনকো লিতা আউলিঝাউলি জিহি।

(হঠাৎই আমার ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল।)

গ. ওয়া কাগজঠোই পড়িখে। (সে বইটি পড়ে।)

ঘ. শিকারি এংঘা সেহি। (শিকারি হরিণ মেরেছে।)

৯.২. কর্মবাচ্য :

ক. ওড়ে ছাতিতা ওয়াই থামিয়াং? (এ ছাতাতে কি জল আটকাবে?)

খ. নাংকো দোপা এডে কাম জিয়াং? (তোমাকে দিয়ে এই কাজটি হবে কি?)

গ. ওড়ে দাবিয়া আউ পাশিংঠোই এং ঠুমা পালি মা জিয়াং।

(এ দা দিয়ে বাঁশটি টুকরো করা যাবে না।)

ঘ. দুফে আউ মা জিয়াং কোদলা চুমতেং লো।

(কুড়াল দিয়ে হবে না কোদাল নিয়ে এসো।)

৯.২.১. কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য :

ক. কর্তৃবাচ্য : রাম রাবণ এং সেঘাহি। (রাম রাবণকে মেরেছিল।)

কর্মবাচ্য : রাবণ রাম দোং সেঘাহি। (রাবণ রামের দ্বারা হত হয়েছিল।)

খ. কর্তৃবাচ্য : ওয়া উম চাখে। (সে ভাত খায়।)

কর্মবাচ্য : ওকো সং উম চাকা জেংখে। (তার দ্বারা ভাত খাওয়া হয়।)

৯.৩. ভাববাচ্য :

ক. ওতা কাংকো হান্দিকা মা জিহি। (ওখানে আমার যাওয়া হয় নি।)

খ. এমি আরও এমি এং মনতাচালি গোই। (পরস্পর ভালোবাসতে হয়।)

গ. হিসো সং লোকা জেংখে। (কোথা থেকে আসা হচ্ছে।)

ঘ. কেলা এং রাতা হান্দিলি গোই। (আমাদের পাহাড়ে যেতে হবে।)

ঙ. এলা মা জিং হেলা জিয়াং। (এখন হবে না তো কখন হবে।)

তথ্যসূত্র :

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১৯৮৮, পৃ. ৩৬২।
২. Lehmann, Winfred. P : Descriptive Linguistics: an Introduction, New York:Random house 1976, P. 155.
৩. হুমায়ুন আজাদ : বাংলা ভাষা (সম্পাদিত), ২০০২, প্রথম খণ্ড পৃ. ৪৫।
৪. রামেশ্বর শ, : সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ১৪০৩, পৃ. ৪০৩।

দ্বিতীয় অধ্যায় :
ঘ. ধিমাল ভাষার শব্দার্থতত্ত্ব
(Semantics of Dhimal Language)

পৃথিবীর যে কোন ভাষারই দুটি দিক রয়েছে। একটি তার বাইরের প্রকাশ রূপ (Expression aspect) এবং ভিতরের ভাব বা অর্থ (Content aspect)। ভাষায় শব্দের অর্থ সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantics বলে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শব্দার্থেরও অনবরত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যে কোন দেশের যে কোন ভাষার শব্দ ভাষার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সেই ভাষিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক তথা সমগ্র জীবনবোধের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বহু শব্দই তার নিজস্ব ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পরিত্যাগ করে নতুন অর্থে পরিণতি লাভ করেছে। আধুনিক কালে রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা শব্দের অর্থের সঙ্গে সংগতি রেখেই ভাষার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচার বিশ্লেষণ করেন। তাদের মতে শব্দার্থই হল ভাষার প্রাণ; ফলে এর ভাব বা অর্থকে বাদ দিলে ভাষার কোন উপযোগিতাই থাকে না। ধিমাল ভাষাতেও চলিত বাংলার মত শব্দের নতুন অর্থ পরিগ্রহণ লক্ষ করা যায়। এখানে শুধু ব্যুৎপত্তিগত অর্থই নয়, চলিত বাংলা ভাষার মত ধিমাল ভাষাতেও ব্যবহৃত শব্দগুলি কখন কখন সম্পূর্ণ আলাদা অর্থ প্রকাশ করেছে। ধিমাল ভাষায় পর্যাপ্ত উদাহরণ এবং প্রাচীন সাহিত্যের অস্তিত্ব না থাকার দরুন শব্দার্থ পরিবর্তনের মূল ধারাগুলি যেমন— অর্থের উন্নতি, অর্থের অবনতি, অর্থবিস্তার বা প্রসার, অর্থসংকোচ, অর্থসংক্রমণ বা সংশ্লেষ ইত্যাদি আলোচনা করা হল না। এখানে শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ যেমন— আলঙ্কারিক প্রয়োগ, বাক্যাংশের অর্থসংহতি, সংস্কারজাত বাচনিক নিষিদ্ধতা, লোকবিশ্বাসজনিত বাচনিক নিষিদ্ধতা, নামকরণে সংস্কার, ভাবাবেগ জনিত অর্থ পরিবর্তন, সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের অর্থ পার্থক্য, বিশিষ্টার্থক শব্দ: অর্থ পার্থক্য ইত্যাদি কারণগুলিকে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করে আলোচনা করা হল—

১. শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ :

১.১. আলঙ্কারিক প্রয়োগ :

চলিত বাংলা ভাষার মত ধিমাল ভাষাতেও প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধার মাধ্যমে শব্দের অর্থের পরিবর্তন হয়ে থাকে। অবশ্য সেই পরিবর্তন নির্দিষ্ট স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে। ধিমাল ভাষাতেও আলঙ্কারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটি করে অর্থ থাকে — একটি বাচ্যার্থ এবং অন্যটি লক্ষণার মাধ্যমে

ভাবার্থের ইঙ্গিতবাহী হয়। যেমন—

ক. ব্যাল মিংনু কাউহাকো হই? (বাচ্যার্থ— বেল পাকলে কাকের কী?) এখানে ‘ব্যাল’ (বেল) শব্দটি দিয়ে কঠিনতা বা উপায়হীনতা বোঝানো হচ্ছে। কারণ বেল পেকে গেলে কোন উপায়েই কাক তা খেতে পারবে না। তেমনি বড়লোকের বাড়িতে অনুষ্ঠান হলে গরীবেরাও সেখানে নিরুপায়। এখানে বেল শব্দটি তার মৌল অর্থ ছাড়িয়ে উপায়হীনতা অর্থ প্রতিপন্ন করেছে।

খ. তোরষে মিংনু ডিকা, ওয়াংরাং মিংনু খাকা। (বাচ্যার্থ— আম পাকলে মিষ্টি, বৃদ্ধ অবস্থায় তিক্ত) এখানে ‘খাকা’ (তিক্ত) শব্দটি দিয়ে বৃদ্ধ অবস্থায় মানুষের ব্যবহার, স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে বোঝানো হয়েছে। ফলে ‘খাকা’ (তিক্ত) শব্দটি তার মৌল অর্থ ছাড়িয়ে একটি নতুন অর্থ (রক্ষ স্বভাব) প্রতিপন্ন করেছে।

গ. এনং উম এমনু গোটেং উম গিনা হানাং। (বাচ্যার্থ— একটি ভাত টিপলে সমগ্র হাঁড়ির খবর জানা যায়।) এখানে ‘উম এমনু’ (ভাত টিপলে) অর্থাৎ সেদ্ধ হয়েছে কিনা এই অর্থের বদলে মানুষের স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে বোঝানো হয়েছে। ফলে এখানে ‘উম এমনু’ (সেদ্ধ হওয়া) মৌল অর্থ ছাড়িয়ে একটি নতুন অর্থ মানুষের স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে প্রতিপন্ন করেছে।

ঘ. নেহেনং খোকোই হিকা এং এলকা পালি মানথু। (বাচ্যার্থ— দো পায়ার উপকার করতে নেই।) এখানে নেহেনং খোকোই (দো-পায়া) অর্থাৎ মানুষকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তা মৌল অর্থ ছাড়িয়ে একটি নতুন অর্থ (মানুষ মাত্রই অকৃতজ্ঞ) প্রতিপন্ন করেছে।

ঙ. যাই এংখে চাং ওয়া থেরকা গিয়াঁঙ। (বাচ্যার্থ— আদা খাবে যে ঝাল বুঝবে সে) এখানে ‘থেরকা’ (ঝাল) শব্দটির অর্থ ‘কর্মফল’ বোঝানো হয়েছে। ফলে ‘থেরকা’ শব্দটি তার মৌল অর্থ ছাড়িয়ে একটি নতুন অর্থ কাজের ফল প্রতিপন্ন করেছে।

চ. সাকা উমতা আদ্র মা চা, পিইকা ডিয়াং এং মা দো দাদা। (বাচ্যার্থ— গরম ভাতে খেয়োনা আদা, পাইকারকে বোলো না দাদা) অর্থাৎ গরম ভাতে আদা খেলে যেমন স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; তেমনি জিনিসপত্র বিক্রি করার সময় পাইকারকে দাদা’ বললে ঠকার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে ‘আদ্র’ এবং ‘দাদা’ শব্দ দুটি তার মৌল অর্থ ছাড়িয়ে ‘ক্ষতি’ অর্থ প্রতিপন্ন করেছে।

ছ. দেসে চানু ওকো এলকাং দোলিগোই। (বাচ্যার্থ— নুন খেলে গুণ গায়।) এখানে ‘দেসে’ (নুন) দিয়ে কৃতজ্ঞতা বোঝানো হয়েছে। ফলে ‘দেসে’ (নুন) শব্দটি তার মৌল অর্থ ছাড়িয়ে একটি নতুন অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রতিপন্ন করেছে।

জ. পাশিং সং কাঞ্চি বারকা। (বাচ্যার্থ— বাঁশের চাইতে কঞ্চি দর) এখানে কাঞ্চি (কঞ্চি)

শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে ছোট মনে হলেও এখানে বড় দার্শনিক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত ক্ষমতাবানের চাইতে ক্ষমতাহীনের দাপট বেশি।

ঝ. ঠেলাকো মিং যোকোলটিং। (বাচ্যার্থ— ঠেলার নাম বাবাজী।) এখানে ‘ঠেলা’ শব্দটিকে দিয়ে বিপজ্জনক অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। ফলে ‘ঠেলাকো’ শব্দটি তার মৌল অর্থ ছাড়িয়ে একটি নতুন অর্থ (বিপজ্জনক অবস্থা) প্রতিপন্ন করেছে।

ঞ. চেরাই তোকাতা পুঁইহা অলিহি। (বাচ্যার্থ— কেঁচো খুঁড়তে সাপ।) এখানে ‘পুঁইহা’ (সাপ) শব্দটি দিয়ে বড় দুর্নীতিগ্রস্থ ঘটনাকে বোঝানো হয়েছে। ফলে পুঁইহা শব্দটি তার মৌল অর্থ ছাড়িয়ে একটি নতুন অর্থ (বড় কোন গোপন রহস্য) প্রতিপন্ন করেছে।

ট. সাকো ওয়ারাং, পাশিংকো মোচোং। (বাচ্যার্থ— বাড়ির বৃদ্ধ, বাঁশের গুড়ি/মুড়া।) এখানে ‘ওয়ারাং’ (বৃদ্ধ) এবং ‘মোচোং’ (গুড়ি/মুড়া) শব্দ দুটি দিয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি এবং বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বাড়ির বৃদ্ধ যেমন সংসার সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞ, তেমনি একটি সমগ্র বাঁশঝাড়কে মাটির সঙ্গে আঁকড়ে ধরে রাখে বাঁশের গুড়ি/মুড়া। দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ‘ওয়ারাং’ এবং ‘মোচোং’ শব্দ দুটি তার মৌল অর্থ ছাড়িয়ে একটি নতুন অর্থ (অত্যন্ত প্রয়োজনীয়) প্রতিপন্ন করেছে।

ঠ. এনং ঝাটিকাতা নেহ্নং জিহা। (বাচ্যার্থ— এক টিলে দুই পাখি।) এখানে ‘এনং ঝাটিকাতা’ (এক টিল) এবং ‘জিহা’ (পাখি) শব্দ দুটি তার মৌল অর্থ ছাড়িয়ে ‘একসঙ্গে’ এবং ‘পাখি’র পরিবর্তে (কাজ) বোঝানো হয়েছে। ফলে বাক্যাংশটি ‘এক টিলে দুই পাখি’ এর পরিবর্তে ‘এক সঙ্গে দুই কাজ’ এই অর্থ প্রতিপন্ন করেছে।

১.২. বাক্যাংশের অর্থসংহতি :

অনেক সময় ভাষার ব্যবহার শিথিল করবার জন্য একটি শব্দগুচ্ছের সম্পূর্ণ অংশ ব্যবহার না করে তার বিশেষ অংশের মাধ্যমে কাজ চালানো হয়। অথবা বাক্যাংশটিকে সংহত করবার জন্য তাকে একটিমাত্র পদে পরিণত করা হয়। চলিত বাংলা ভাষার ন্যায় খিমাল ভাষাতেও বাক্যাংশের অর্থসংহতির উদাহরণ লক্ষ করা যায়। যেমন—

ক. উম্-সুম্ (ভাত-টাত)

এখানে ‘সুম্’ (টাত্) শব্দটি দিয়ে ভাতের সঙ্গে আনুষঙ্গিক সব্জি তরকারি ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

খ. চাহা-টাহা (চা-টা)

এখানে টাহা (টা) শব্দটি দিয়ে চায়ের সঙ্গে আনুষঙ্গিক জল খাবারের বস্তুগুলিকে বোঝানো হয়েছে।

গ. বিলাইতি-সিলাইতি (আলু-টালু)

এখানে 'সিলাইতি' (টালু) শব্দটি দিয়ে আলুর সঙ্গে অন্যান্য সবজিকে বোঝানো হয়েছে।

ঘ. ভাড়া-টাড়া (বাসন-কোসন)

এখানে 'টাড়া' (কোসন) শব্দটির দ্বারা বাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য সরঞ্জামকে বোঝানো হয়েছে।

ঙ. চি-সি (জল-টল)

এখানে 'সি' (টল) শব্দটির সে রকম কোন অর্থ নেই। জলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে।

চ. বেজান-ফেজান (মেয়ে-টেয়ে)

এখানে 'ফেজান' (টেয়ে) শব্দটির দ্বারা মেয়ের সঙ্গে অন্যান্যদের কথাও বলা হয়েছে।

ছ. নাতি-ছাতি (নাতি-টাতি)

এখানে 'ছাতি' (টাতি) শব্দটি দিয়ে নাতির সঙ্গে অন্যান্যদের বোঝানো হয়েছে।

জ. নাতনি-ফাতনি (নাতনি-টাতনি)

এখানে 'ফাতনি' শব্দটি দিয়ে নাতনির সঙ্গে আসা অন্যান্যদেরও বোঝানো হয়েছে।

ঝ. রিমে-সিমে (বোন-টোন)

এখানে 'সিমে' (টোন) শব্দটি দিয়ে বোন সহ অন্যান্যদের বোঝানো হয়েছে।

ঞ. কোদলা-সোদলা (কোদাল-টোদাল)

এখানে 'সোদলা' (টোদাল) শব্দটির দ্বারা কোদালের সঙ্গে অন্যান্য কৃষিকাজ সংক্রান্ত সরঞ্জামকে বোঝানো হয়েছে।

ট. দুফে-সুফে (কুড়াল-টুড়াল)

এখানে 'সুফে' (টুড়াল) শব্দটির বিশেষ কোন অর্থ নেই। শুধুমাত্র 'দুফে' শব্দটির সঙ্গে মিলিয়ে বলা হয়েছে।

ঠ. তোরষে-সোরষে (আম-টাম)

এখানে 'সোরষে' (টাম) শব্দটিরও বিশেষ কোন অর্থ নেই।

ড. বাগরি-ছাগরি (কুল-টুল)

এখানেও 'ছাগরি' (টুল) শব্দের বিশেষ কোন অর্থ নেই।

ঢ. দামসে-সামছে (কাঁঠাল-টাঁঠাল)

এখানে ‘সামছে’ (টাঠাল) শব্দটিরও বিশেষ কোন অর্থ নেই।

গ. ঘাটনি

ঘেটে দেওয়া হয় যার দ্বারা। মূল অংশটি সংক্ষেপিত হয়ে ‘ঘাটনি’ হয়েছে।

ত. ঢেরা

ঢ়ারা শব্দটি সূতা তৈরির কল বা যন্ত্র। ধিমালরাও এই ঢেরার মাধ্যমে পাটের সরু সূতা পাকিয়ে থাকে।

থ. উটকোন

পাটের মোটা সূতা পাকানোর যন্ত্র বিশেষ।

দ. টাকুরি

পাটের সরু সূতা পাকানোর যন্ত্র। যা উরুতে রেখে সূতা পাকানো হয়।

ধ. তানা

শব্দটি সংস্কৃত ‘তন’ শব্দজাত। হিন্দিতে ‘তানা’ অর্থে বোঝানো হয় বুননের লম্বা সুতাকে। ধিমালরা কাপড় বোনার যন্ত্রকে তানা বলে।

১.৩. সংস্কারজাত বাচনিক নিষিদ্ধতা (Taboo) :

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি এবং তাদের ভাষার মধ্যে সংস্কারজাত বাচনিক নিষিদ্ধতা রয়েছে। এই সংস্কারজাত বাচনিক নিষিদ্ধতার কারণে সাময়িকভাবে হলেও একটি শব্দ নতুন অর্থ তাৎপর্য লাভ করে। ধিমাল ভাষায় দু-রকম বাচনিক নিষিদ্ধতা আমরা লক্ষ্য করি। লোকবিশ্বাস জনিত এবং নামকরণে অন্ধ সংস্কার। যেমন—

১.৩.১. লোকবিশ্বাসজাত বাচনিক নিষিদ্ধতা :

ক. চুনে (চুন) — দাহি (দই)

অধিকাংশ মানুষই সর্বদা কিছু না কিছু সংস্কার মেনে চলেন। ধিমাল সমাজে নারীরা রাত্রি বেলায় ‘চুনে’ (চুন) শব্দটি উচ্চারণ করে না। তাদের বিশ্বাস তাতে অমঙ্গল হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই তারা রাত্রে ‘চুনে’র পরিবর্তে ‘দাহি’ (দই) শব্দটি ব্যবহার করে। দই দেখতে যেহেতু অনেকটা চুনের মতো, তাই লোকবিশ্বাসজনিত সংস্কারের কারণে চুনকে দই বলে থাকে।

খ. ইয়োংগাই (হলুদ) — রঙ (হলুদ)

সাধারণত রাত্রে রান্নার কাজের সময় ধিমাল রমণীরা ‘ইয়োংগাই’ (হলুদ) শব্দটির ব্যবহার করে না। পরিবর্তে ‘রঙ’ (হলুদ) শব্দটি ব্যবহার করে। অমঙ্গলসূচক কোন কিছু ঘটান ভয়ে লোকবিশ্বাসজনিত সংস্কারের কারণেই তারা রাত্রিবেলায় হলুদের পরিবর্তে ‘রঙ’ শব্দটি ব্যবহার

করে।

১.৩.২. নামকরণে অন্ধ সংস্কার :

প্রায় নিরক্ষর, অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া গরীব ধিমালরা বিভিন্নভাবে অন্ধ সংস্কারজাত কারণে নামকরণ করে থাকে। দৈহিক গঠন, আচরণ, স্বভাব-চরিত্র এবং বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নামকরণ করে থাকে। যেমন—

ক. ক্যাম্পা— জন্মের সময়ে ধিমাল গ্রামে ফৌজ ক্যাম্প বসার কারণে এই নাম।

খ. জাহাদি— জন্মের সময় মাথার উপর দিয়ে উড়োজাহাজ যাওয়ার জন্য এই নামকরণ।

গ. লাফই— লাফা শাক থেকে নামকরণ। আবার যদি বাড়ির কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির নাম থাকে লাফই। তখন এই লাফা শাককে বলা হয় পাটা শাক।

ঘ. চেলঠু— মুখ পাতলা, যে খুব বেশি মশকরা করে।

ঙ. মংলু— মঙ্গলবারে জন্ম হওয়ার কারণে।

চ. রবি— রবিবারে জন্ম হওয়ার কারণে।

ছ. চেহারু— যে ছেলেটি বেশি কাঁদে।

জ. চেহারি— যে মেয়েটি বেশি কাঁদে।

ঝ. ঘিষ্টা— যে পুরুষ খুব নোংরা।

ঞ. ঘিষ্টি — যে নারী খুব নোংরা।

ট. ছেঁচরা (ডাক নাম) —যে পুরুষ টাকা-পয়সা বা কোন জিনিস নিলে সহজে ফেরত দিতে চায় না বা যাকে বারবার বলেও লাভ হয় না।

ঠ. ছেঁচরি (ডাক নাম) — যে নারী ছেঁচরা পুরুষটির স্ত্রী।

ড. ফাউতিয়া— যে পুরুষ বেকার, কোন কাজের নয়।

ঢ. ফাউতিয়ানি— যে নারী অলস বা ফাউতিয়ার স্ত্রী।

ণ. ডাংরা — পাতলা গড়নের পুরুষ।

ত. ডাংরি — পাতলা গড়নের স্ত্রীলোক।

১.৪. ভাবাবেগ জনিত (Emotion) অর্থ পরিবর্তন :

ভাবাবেগ মানুষের সহজাত ধর্ম। অনেক সময় এই ভাবাবেগের জন্য কিছু কিছু শব্দ তার মূল অর্থ হারিয়ে সাময়িক পরিবর্তনে অন্য অর্থ প্রকাশ করে। মানুষের অভ্যন্তরে থাকা ক্রোধ, প্রীতি, জুগুপ্সা, স্নেহ ইত্যাদি প্রকাশের সময় বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থের চাঞ্চল্য লক্ষ করা যায়। তবে এই অর্থের পরিবর্তন হয়ে থাকে সাময়িক কারণে। যেমন— সোনাকো চামদি (সোনার

মেয়ে) এবং সোনাকো চান (সোনার ছেলে) শব্দ দুটি তার নিজস্ব মৌল অর্থ হারিয়ে স্নেহ-প্রীতিবশত ‘আদরণীয়’ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। আবার ধিমাল সমাজের বিয়েতে বর-বধূ বাড়িতে ঢোকানোর সময়ে সকলে মিলে সমস্বরে বলা হয়— ‘সোনাকো ওয়াজান, সোনাকো বেজান লোখেরে’ (সোনার ছেলে, সোনার মেয়ে এসেছে)। এখানেও শব্দগুলি তার মৌল অর্থ ছাড়িয়ে সাময়িক কারণে আদরণীয় অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে ‘শালা’, ‘শালি’ শব্দ দুটির অর্থ হল পত্নীর ভাই এবং বোন, সেই অর্থে আদরণীয় আত্মীয়। কিছু ক্রোধ বা হাসি তামাশার সময়ে শব্দ দুটি নিন্দনীয় অর্থে প্রযুক্ত হয়।

১.৫. সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের অর্থ পার্থক্য :

- হারা (হাঁড়) — সাইকেল সং নোংতেং খুশিকো হারা ভইহি।
(সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে খুশির পায়ের হাঁড় ভেঙে গেছে।)
- হারা (বংশ) — মালবরকো হারা খুবেং এলকা। (মালবরদের বংশ খুব ভালো।)
- দিন (আকাশ) — নানিক দিন খুবেং ফারচাকা। (আজ আকাশ খুব পরিষ্কার।)
- দিন (দিন) — শিলিগুড়ি হালি এনি দিন গোইখে। (শিলিগুড়ি যেতে একদিন লাগে।)
- কুঁড়িহা (অলস) — নিশি খুবেং কুঁড়িহা ডিয়াং। (নিশি খুব অলস লোক।)
- কুঁড়িহা (কুষ্ঠরোগ) — খুতেং চানু কুঁড়িয়া জিয়াং। (চুরি করে খেলে কুষ্ঠরোগ হয়।)
- জালে (জাল) — টিকু জালে আও ইস্তং হায়া মাংহি।
(টিকু আজ জাল দিয়ে প্রচুর মাছ ধরেছে।)
- জালি (মিথ্যা) — নরেন ভাইকা জালি কাথা দোকা হাসুবু মা দোখে।
(নরেনের মতো মিথ্যা কথা কেউ বলে না।)
- নাহাপু (নাক) — সর্দি মিসাতা বিমলকো নাহাপু বন্ধ জিংহি।
(সর্দি জুরে বিমলের নাক বন্ধ হয়ে গিয়েছে।)
- নাহাপু (সম্মান রক্ষা) — নায়া বাংসাকো নাহাপু খুবেং তালিগোই।
(নতুন আত্মীয়দের সম্মান রক্ষা করা খুব দরকার।)
- মিং (নাম) — নাংকো মিং হাই। (তোমার নাম কি?)
- মিং (সম্মান রক্ষা) — বারকা ডিয়াংকো মিং তালি মিহিকা গেলাইকো কর্তব্য।
(বড়দের সম্মান রক্ষা করা ছোটদের কর্তব্য।)
- তালি (চাঁদ) — দিনতা তালি লোহুই। (আকাশে চাঁদ উঠেছে।)
- তালি (রাখা) — কাগজগেলাই আলমারিতা তালি গয়াং।

- (বইগুলি আলমারিতে রাখা দরকার।)
- চানা (খাব)— না কি এনাং চানা? (তুমি কি এখন খাবে?)
- চানা (ছোলা)— দোকান সং চানা চুমতেং লো অঁয়হাকো ভাসি।
(দোকান থেকে ঘোড়ার জন্য ছোলা নিয়ে এসো।)
- বল (শক্তি) — ডিয়াংকো বল সুগমিং সং বাড়কা বল। (লোকবল সবচেয়ে বড় বল।)
- বল (বাল্ব)— সাকো বলঠোই খাইতেং তা, ওডে মা তিখে।
(ঘরের বাল্বটা খুলে রাখ, ওটা জ্বলছে না।)
- সা (ঘর) — নাংকো সাঠোই খুবেং রেমকা। (তোমাদের বাড়িটা খুব সুন্দর।)
- সা (বেঁধে ফেলা)— আলিঠোই সা, চি লোহ্পালিগোই।
(আলটা বেঁধে ফেলো, জল ওঠাতে হবে।)
- চালি (খাওয়া)— নাংকো চালি জিহি? (তোমার খাওয়া হয়েছে?)
- চালে/চালি (ঘরের চাল)— নাংকো সাকো চালিঠোই নায়াপা ছাইনিগোই।
(তোমার ঘরের চালটা নতুন করে ছাইয়ে দিতে হবে।)
- সিহি (মারা যাওয়া)— বুধারু মল্লিক মিসা মিসাতা সিহি।
(বুধারু মল্লিক জুরে জুরে মারা গেলেন।)
- সিহি (নিভে যাওয়া)— ভেরমাতা গেছাঠোই সিহি। (বাতাসে প্রদীপটা নিভে গেল।)
- চাকা (খাওয়া)— কাংকো চাকা মা জিহি। (আমার খাওয়া হয় নি।)
- চাকা (গাড়ির চাকা)— গাড়িকো চাকাঠোই চেনাহি। (গাড়ির চাকাটা ফেটে গিয়েছে।)
- ধার (শান)— কাঁচিয়াকো খুবেং ধার। (কাঁচিটার খুব ধার।)
- ধার (ঋণ) — নিতাইকো ইস্তুং কাউড়ি ধার ইহি। (নিতাইয়ের প্রচুর টাকা ঋণ আছে।)
- তিরকা (ঠাণ্ডা)— তিরকা চি মা আম, গাধনা ইয়োমাং।
(ঠাণ্ডা জল খেয়ো না, গলা বসে যাবে।)
- তিরকা (ঋণশোধ)— কাংকো গোটেং তিরকা ইহি, এলা হাইদোং চিস্তা মানথু।
(আমার সমস্ত ঋণ শোধ হয়ে গিয়েছে, এখন আর কোন চিস্তা নেই।)
- নেংহি (পাওয়া)— জিতেন ঝারবাড়িতা মাহ্কা পিয়াঠোই নেংহি।
(জিতেন জঙ্গলে তার হারানো গরুটা পেল।)
- নেংহি (হাসা)— বিকাশ মুচুপা নেংহি। (বিকাশ মুচকি হাসল।)
- বেসাইতি— যে কোন মিষ্টি বা রসগোল্লা জাতীয় জিনিস।

- দোকান সং লাড্ডু বেসাইতি চুমা। (দোকান থেকে লাড্ডু নিয়ে এসো।)
 কা সন্দেশ বেসাইতি মা চাকা। (আমি সন্দেশ খাই না।)
 না কেকড়া বেসাইতি চা না? (তুমি জিলিপি খাবে?)
- ইস্ত্রং (অনেক) — শিলিগুড়ি ইস্ত্রং দূরে দামা। (শিলিগুড়ি অনেক দূর রাস্তা।)
 ইস্ত্রং (বেশি) — ইস্ত্রং কাথা দোকা এলকা মা কো। (বেশি কথা বলা ভাল নয়।)
 ইস্ত্রং (ভারি) — দাঁমসেঠোই ইস্ত্রং হিকা। (কাঁঠালটা খুব ভারি।)
 রেমকা (সুন্দর) — বেজানঠোই ইস্ত্রং রেমকা। (মেয়েটি খুব সুন্দর।)
 রেমকা (মজাদার) — স্কুলতা খুবেং রেমকা ঘটনা জিহি। (স্কুলে ভারি মজাদার ঘটনা ঘটেছে।)
 মা এলকা (খারাপ) — শংকর খুবেং মা এলকা ওয়াজান। (শংকর খুব খারাপ ছেলে।)
 মা এলকা (মন্দ) — যদু মা এলকা ডিয়াং। (যদু মন্দ লোক।)
 তুকা (যে কোন ব্যাধি) — কাংকো খুবেং হেমেং তুকা জিংখে। (আমার খুব পেট ব্যাথা হয়েছে।)
 তুকা (দুঃখ) — ওয়া মনকো তুকাতা সা লাহতেং হানিহি।
 (সে মনের দুঃখে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।)
 কমর (শক্তপোক্ত) — না কমর কষিতেং খু। (তুমি কোমর বেঁধে কাজে নামো।)
 কমর (কোমর) — ওয়ারাং উবয়েস কমর তুখে। (বুড়ো বয়সে কোমরের ব্যাথা হয়।)
 খুই (হাত) — ডিয়াং খুইয়াও গোটেং কাম পাখে। (মানুষ হাত দিয়ে সব কাজ করে।)
 খুই (কাজে হাত দেওয়া) — কা বৈশাখ মাইনাতা সাকো কামতা খুই পিয়াংকা।
 (আমি বৈশাখ মাসে ঘরের কাজে হাত দেব।)
 পুড়িং (গৃহস্বামী) — সাকো পুড়িং ডিয়াং মানথু, না নুহসোলো।
 (বাড়িতে মালিক নেই, পরে এস।)
 পুড়িং (মাথা) — কাংকো পুড়িং তুখে। (আমার মাথা ব্যথা করছে।)
 মি (চোখ) — সীমা মি মা দোখে। (সীমা চোখে দেখতে পায় না।)
 মি (হিংসা) — হাসু এং খাংতেং মি মা পি, নাংকো বু জিয়াং।
 (অন্যকে দেখে হিংসা করো না, তোমারো হবে।)
 হেমেং তুকা (হিংসুটে) — ছায়া খুবেং হেমেং তুকা। (ছায়া খুব হিংসুটে।)
 হেমেংতুকা (পেট ব্যাথা) — রেজ্জাককো খুবেং হেমেংতুকা। (রেজ্জাকের খুব পেটব্যাথা।)

১.৬. বিশিষ্টার্থক শব্দ : অর্থ পার্থক্য :

ধিমাল ভাষাতেও চলিত বাংলার মত বিশিষ্টার্থক শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। প্রয়োগের

ভিত্তিতে শব্দটি প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রতিপন্ন করে। যেমন—

ক. নুই (মুখ)

১. নুই (মিল)— ওকো আবা আমাকো নুই যেসাং চামদিকো নুই ওসাং।
(ওর বাবা মার মুখ যেমন মেয়েটির মুখ তেমন হয়েছে।)
২. নুই (কঠিন)— এডে কাম পাকা কি নুইকো কাথা। (এই কাজটা করা কি মুখের কথা।)
৩. নুই (বাগড়াটে)— ওকো নুই এলকা মাকো। (ওর মুখ খুব খারাপ।)
৪. নুই (সম্মান রক্ষা)— কাংকো নুই এলপা সংতা। (আমার মুখ রাখিস।)
৫. নুই (সংযত)— নুই সামলিতেং কাথা দো, মা কোনু এলকা মা জিয়াং।
(মুখ সামলে কথা বলবে, না হলে ভালো হবে না।)
৬. নুই (মুখের ভাত) — কাংকো নুইকো উম ঘিংতেং রহিনা নাংকো এলকা মা জিয়াং।
(আমার মুখের ভাত কেড়ে নিলে কোন দিন তোমার ভালো হবে না।)
৭. নুই (কৃপা দৃষ্টি)— হেলাতে ভগবান দির গরীব ধিমাল ডিয়াং বিতি নুই লোপাতেং খানাং?
(কবে যে ভাগবান গরীব ধিমালদের দিকে মুখ তুলে চাবেন?)
৮. নুই (মঙ্গলসূচক)— নাংকো নুই মা খাংনু কাংকো কাম মা জিয়াং।
(তোমার মুখ দর্শন না করলে আমার কাজটি হবে না।)
৯. নুই (ধারালো)— নাংকো নুই খুর ভাইকা ছিন্ছিন্কা। (তোমার মুখ খুরের মত ধারালো।)
১০. নুই (অসম্মত হওয়া)— না কাংকো নুইকো রুত্থতা মা জিয়াং দোহিনা।
(তুমি আমার মুখের উপর না করে দিলে।)
১১. নুই (বন্ধ করা)— কা কাউরি পিতেং ওকো নুই থুম পিয়াংকা।
(আমি টাকা দিয়ে ওর মুখ বন্ধ করে দেবো।)
১২. নুই (লজ্জা)— হাই নুইয়াঁও না এডে কাথা দোখেনা। (কোন মুখে তুমি একথা বলছ।)
১৩. নুই (ভালো ও মন্দ)— নুইদোং এলকা, নুইদোং মা এলকা। (মুখই ভালো, মুখই কাল।)
১৪. নুই (বিরক্তি)— নুইতা ওডে কাথা মা অলপা হিংতেং হিংতেং আঘাইঘা।
(মুখে ঐ কথা বের করিস না, শুনতে শুনতে আমি বিরক্ত হয়েছি।)
১৫. নুই (শালীনতা)— নাংকো নুইতা তাকা-তুকা মানথু। (তোর মুখে কোন রস-কষ নেই।)